HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০১ শিক্ষণের ধারণা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সংবেদনের সংজ্ঞা
টপিক ০২: সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া
টপিক ০৩: সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক
টপিক ০৪: সংবেদনের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৫: সংবেদন ক্ষমতা
টপিক ০৬: প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা
টপিক ০৭: প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা
টপিক ০৮: প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ
টপিক ০৯: অধ্যাস
টপিক ১০: অলীক প্রত্যক্ষণ

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১১: মনোযোগের সংজ্ঞা
টপিক ১২: মনোযোগের বৈশিষ্ট্য
টপিক ১৩: মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ
টপিক ১৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সংবেদনের সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংবেদনের সংজ্ঞা

উদ্দীপকের মাধ্যমে শুরু হয় সংবেদন প্রক্রিয়া। উদ্দীপক হল এক ধরনের বস্তু বা বিষয় যা স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে। উদ্দীপক প্রথমে একটি সংবেদীয় গ্রহণ কোষকে উদ্দীপ্ত করে। এ উদ্দীপনা সংবেদন নামে স্নায়বিক প্রবাহে রূপান্তরিত হয় এবং তা মস্তিষ্কে চলে যায়। মস্তিষ্ক জন্ম দেয় নতুন চেতনার, নতুন অভিজ্ঞতার। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক-এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ প্রভৃতির সংবেদন অনুভব করি। আমাদের আচরণ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মৌলিক উৎস হচ্ছে সংবেদন। সংবেদনকে যখন অর্থবোধ বা ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তা হয়ে উঠে প্রত্যক্ষণ। আসলে আমরা যা দেখি বা শুনি, তা আমাদের মনের রঙে রাঙিয়ে প্রত্যক্ষণ করি।

সংবেদনের সংজ্ঞা

সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ। উদ্দীপক হচ্ছে বাহ্যিক বিষয় বা বস্তু, যা গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের উপর আঘাত করে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। গ্রাহক ইন্দ্রিয় থেকে এই উদ্দীপনা স্নায়বিক প্রবাহ আকারে মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং প্রাণীকে উদ্দীপক সম্পর্কে সচেতন করে। এভাবে উদ্দীপক সম্পর্কে সচেতন করার প্রক্রিয়াকে সংবেদন বলে। যেমন-আলোর সংবেদন, শব্দের সংবেদন ইত্যাদি।

নিম্নে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংবেদনের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল:

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "সংবেদন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ইন্দ্রিয় যন্ত্র, যেমন চক্ষু ও কর্ণ, পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।"

(Sensation is the process by which the sense organs such as the eyes and ears, gather information about the environment. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company, 1983; P. 74.)

জন সি. রাচ (John C. Ruch) বলেন, "সংবেদন বলতে সংবেদীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট মৌলিক অভিজ্ঞতাসমূহকে বোঝায়, যেমন-দর্শন।"

(Sensation refers to the basic experiences provided by sensory systems such as vision. উৎস : Psychology; Wodsworth Publishing Company; 1984; P. 142.)

সংবেদনের সংজ্ঞা

হেনরী এল. রডিজার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে বোঝায়।" (Sensation refers to the reception of stimulation from the environment. উৎস: Psychology, Little, Brown and Company; 1984; P. 88.)

ম্যাকমোহন এবং ম্যাকমোহন বলেন, "সংবেদন শব্দটি দ্বারা সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে পৃথিবী থেকে শক্তির (আলো, শব্দ, তাপ ইত্যাদি) আকারে তথ্য গ্রহণ করা হয় এবং একে উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ে (দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ) প্রেরণ করা হয়।"

(The term sensation refers to the process of receiving information in the form of energy (light, sound, heat and the like) from the world and sorting it into the proper sense-vision, hearing, touch, smell, taste. উৎস: Psychology: The Hybrid Science; The Dorsey Press; 1986; P. 76.)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর নিরীখে বলা যায় যে, বহির্জগতের উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা মস্তিষ্কে বাহিত হলে যে সহজ চেতনার উদ্ভব হয় তাকে সংবেদন বলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০২ সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া

টপিক ০২: সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া

পরিবেশের কোন উদ্দীপককে কেন্দ্র করে শুরু হয় সংবেদন প্রক্রিয়া। উদ্দীপক হল এক ধরনের শক্তি যা স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করতে সক্ষম। যেমন- আলো, শব্দ, গন্ধ, তাপ ইত্যাদি। কোন উদ্দীপক প্রথমে কোন গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের কোষসমূহকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে চলে যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত সংযোগীয় স্নায়ুকোষ উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনাই সংবেদনের জন্ম দিয়ে থাকে। তবে অনেক সময় মেরুরজ্জুর মাধ্যমেও আমরা সংবেদন লাভ করতে পারি। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex action) সংবেদন হল মেরু রজ্জুতেও অবস্থিত। বাইরের কোন উদ্দীপক আমাদের কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে অন্তর্মুখী স্নায়ু এই উত্তেজনা মেরুদণ্ডের ভিতর অবস্থিত মেরুরজ্জুতে নিয়ে গেলেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে সংবেদন লাভ করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ করে পায়ে একটি লোহার পেরেক ফুটল। পায়ের ত্বকে পেরেক ফুটার সাথে সাথে ঐ এলাকার অন্তর্মুখী বা সংবেদক স্নায়ুগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং এই তথ্য মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। এই সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছার পরই তীব্র ব্যথা অনুভব করি। আবার পায়ে পেরেক ফুটার তথ্য সংবেদক স্নায়ুর মাধ্যমে মেরুরজ্জুতে পৌঁছলেও আমরা ব্যথার সংবেদন লাভ করতে পারি।

সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া

প্রতিটি সংবেদীয় প্রক্রিয়াই একটি বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনার প্রতি সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যেমন, চক্ষু আলোর প্রতি, কর্ণ শব্দের প্রতি, নাক ও জিহ্বা রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি, ত্বক স্পর্শ ও তাপমাত্রার প্রতি প্রতিক্রিয়া করে।

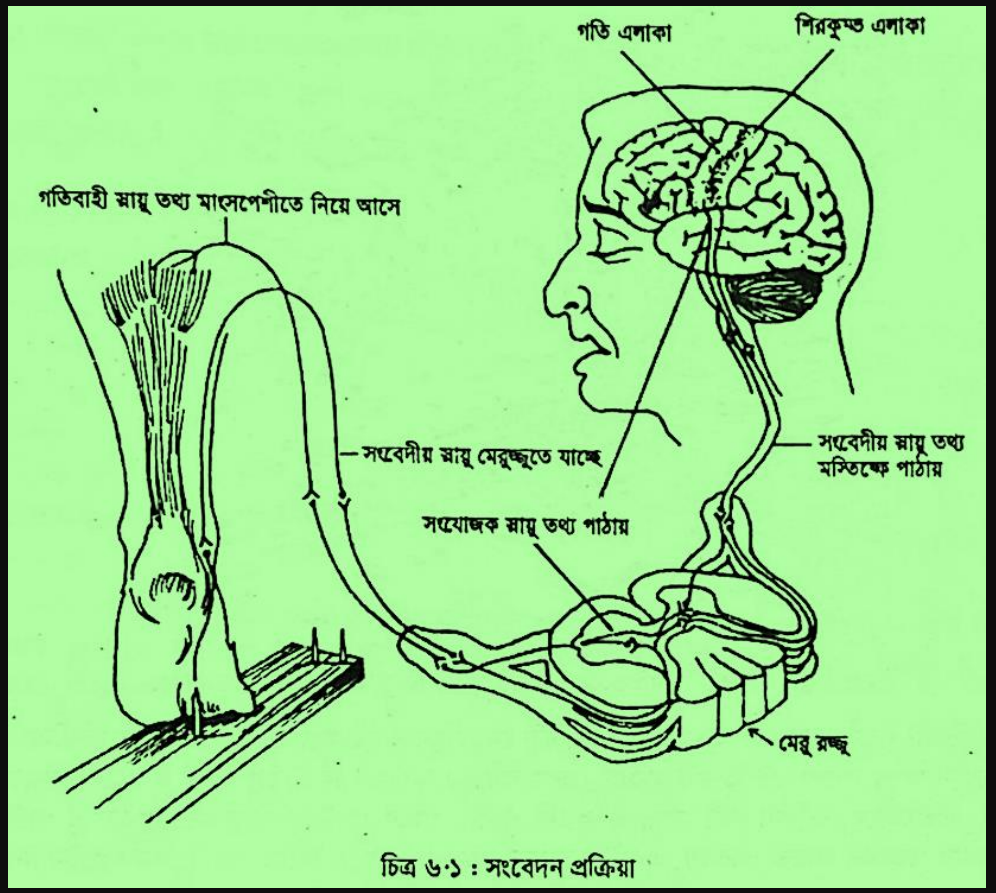

চিত্র ৬·১ : সংবেদন প্রক্রিয়া

সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া

কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই সংবেদীয় গ্রাহক কোষ এ ধরনের সাধারণ কর্ম সম্পাদন করে। অর্থাৎ এটি পারিপার্শ্বিক উদ্দীপককে স্নায়বিক উদ্দীপনায় রূপান্তরিত করে। এই স্নায়বিক উদ্দীপনা তখন প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্কে পৌছার পরই আমরা আলো, শব্দ, স্বাদ প্রভৃতি সংবেদন লাভ করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৩ সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

টপিক ০৩: সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনাই হল সংবেদন। আর সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা বা অর্থবোধক করা হয় তখনই তা হয়ে উঠে প্রত্যক্ষণ।

হেনরি এল. রডিজার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে বোঝায়, অপরপক্ষে প্রত্যক্ষণ ঐ উদ্দীপনার ব্যাখ্যা ও অর্থবোধকে বর্ণনা করে।"

(Sensation refers to the reception of stimulus from the environment, while perception describes the interpretation and understanding of that stimulation. উৎস: Psychology; Little, Brown and Company; 1984; P. 88.)

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণকে আমরা আলাদাভাবে না দেখে বরং বলতে পারি এরা একই লম্বা দিগন্তের দুটি বিন্দু। কোন উদ্দীপক যখন কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় যন্ত্রে আঘাত করে তখন আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুতগতিতে তা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণের সৃষ্টি হয়। তাই সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা তৈরি করা সম্ভব নয়।

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

চিত্র ৬-২ : একটি লুক্কায়িত বস্তু : চিত্রের ছবিটি কি তুমি শনাক্ত করতে পার?

উপরের চিত্রটি লক্ষ করা যাক। প্রথম দৃষ্টিতে ছবিটি দেখে খুব কমই সংবেদন হবে। চোখ ছবিটির কোন অংশ সাদা এবং কোন অংশ কালো এই তথ্যটি মস্তিষ্কে প্রেরণ করবে। অর্থাৎ আমরা শুধু সাদা ও কালোর সংবেদন লাভকরব। একটু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে সাদা ও কালো রঙকে একটা প্যাটার্নে দাঁড় করানো যেতে পারে। আমরা চিত্রটিকে এভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পারি যে, একটি কুকুর মাটি শুক্তে শুক্তে উপরে বাম দিকের গাছটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (চিত্র: ৬-৩)।

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

চিত্র ৬·৩ : একটি লুক্কায়িত বস্তু : এই চিত্রটি দেখার পর পুনরায় ৬·২ নং চিত্র দেখলে ছবিটি শনাক্ত করা সহজতর হয়।

বাগানে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ (চোখা) বস্তু পায়ের নিচে পড়াতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হল। তীব্র ব্যথার এই অনুভূতিই হল সংবেদন। আর যখন বোঝা গেল যে, একটি লোহার পেরেক পায়ে ফুটাতেই এই ব্যথা অনুভূত হয়েছে, তখনই তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হল।

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

১. সংবেদন একটি প্রান্তীয় প্রক্রিয়া, অপরদিকে, প্রত্যক্ষণ একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া। উদ্দীপক থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্দীপনা গ্রহণ এবং তা মস্তিষ্কে প্রেরণ পর্যন্ত সংবেদীয় প্রক্রিয়ার কাজ। কিন্তু প্রত্যক্ষণের কাজ পূর্ণভাবে বিকশিত হয় মস্তিষ্কের সংযোগ এলাকার সক্রিয় ভূমিকার কারণে।

২. সংবেদন একটি উপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া। অপরপক্ষে, প্রত্যক্ষণ একই সাথে উপস্থাপনমূলক এবং পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া। সংবেদন প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়সমূহ বাইরে থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে তা মস্তিষ্কে উপস্থাপন করে। কিন্তু মস্তিষ্কে যে উদ্দীপনা প্রেরণ করা হল তা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে তোলাই হল প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল কাজ।

৩. সংবেদন একটি অসংগঠিত প্রক্রিয়া, কিন্তু প্রত্যক্ষণ একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া। সংবেদনে এক বা একাধিক উদ্দীপক থেকে স্নায়বিক উদ্দীপনা এলোমেলো বা অসংগঠিতভাবে মস্তিষ্কে পৌছে। এই এলোমেলো বা অসংগঠিত উদ্দীপনার সুসংগঠিত রূপই হল প্রত্যক্ষণ।

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

৪. সংবেদন প্রেষণা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রভাব মুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষণ প্রেষণা এবং ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাইরের উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। উদ্দীপক হল এক প্রকার পার্থিব শক্তি যার সাথে প্রেষণা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন সংশ্রব নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার প্রভাব রয়েছে। আর অভিজ্ঞতার সাথে রয়েছে আমাদের ভাল লাগা, না লাগার সম্পর্ক।

৫. সংবেদন হল একটি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া এবং প্রত্যক্ষণ হল সক্রিয় প্রক্রিয়া। বহির্জগতের যে কোন উদ্দীপকই ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে সংবেদন সৃষ্টি হয়। এর জন্য কোন সক্রিয়তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংবেদন সৃষ্টি হবার পর প্রাণী সক্রিয় হয়ে উঠে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে সংবেদনকে বিশ্লেষণ করা হয়।

৬. সংবেদন হল অনির্বাচনমূলক, কিন্তু প্রত্যক্ষণ নির্বাচনমূলক। সংবেদন প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তেজিত হলে তা মস্তিষ্কে বাহিত হয়। আমরা প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ায় উদ্দীপিত সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করি না। বহু সংখ্যক উদ্দীপক হতে আমরা দু একটি বিষয় নির্বাচন করে তা প্রত্যক্ষণ করি।

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

৭. সংবেদন একটি সরল প্রক্রিয়া, অপরদিকে প্রত্যক্ষণ হল একটি জটিল প্রক্রিয়া। সংবেদন হল কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতি প্রাথমিক অনুভূতি। কোন উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা সরাসরি মস্তিষ্কে পৌছলে আমরা ঐ নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সংবেদন লাভ করি। কিন্তু প্রত্যক্ষণে বিভিন্ন সংবেদনকে একত্রিত করে একটি বিশেষ প্যাটার্নে দাঁড় করালে তবে আমরা তা প্রত্যক্ষণ করি। তাই প্রত্যক্ষণকে একটি জটিল প্রক্রিয়া বলা হয়।

৮. সংবেদন শিক্ষার্জিত নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষণ শিক্ষার্জিত। সংবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই। এটি নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্যের উপর। কিন্তু আমরা বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষণ করি। কারণ শিক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয়।

সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

৯. সংবেদনে বস্তুর গুণ জানা যায়, গুণ বিশিষ্ট বস্তুকে জানা যায় না, কিন্তু প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ায় গুণ বিশিষ্ট বস্তুকে জানা যায়। এক ঝলক আলো এসে চোখকে ঝলসে দিল। আমরা বুঝতে পারলাম যে চোখের উপর আলো পড়েছে। এটাই সংবেদন। কিন্তু প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার কারণে আমরা বুঝতে পারলাম এটা একটি মটরগাড়ির হেডলাইটের আলো।

১০. সংবেদনের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় (Sensory) স্নায়ু সক্রিয় হয় এবং তথ্যসমূহ মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। সংবেদনে সংযোজক স্নায়ুর কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষণে সংযোজক স্নায়ু মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সংবেদীয় স্নায়ু তথ্যসমূহ মস্তিষ্কে নিয়ে এলে সংযোজক স্নায়ু অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৪ সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

টপিক ০৪: সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

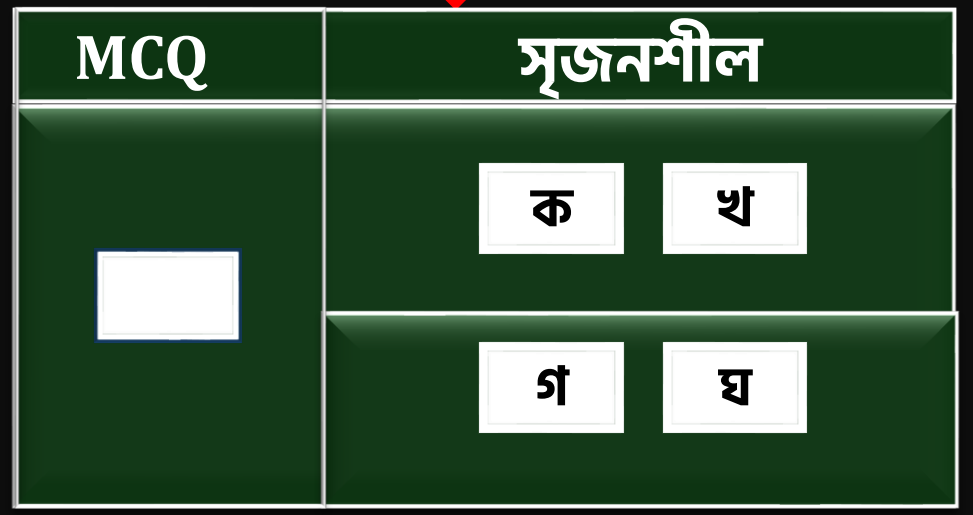

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

সংবেদনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল:

১. উদ্দীপক (Stimulus): সংবেদন সৃষ্টির জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন। উদ্দীপক কোন ইন্দ্রিয়কে আঘাত করলে যে স্নায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা মস্তিষ্কে পৌছা মাত্র সংবেদন হয়। আমাদের চারপাশে আলো, বাতাস, শব্দ, আগুন, বরফ প্রভৃতি হাজারো রকমের উদ্দীপক রয়েছে।

২. তীব্রতা (Intensity): সংবেদনের তীব্রতা নির্ভর করে মূলত উদ্দীপকের তীব্রতার উপর। সাধারণত উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়ালে বা কমালে সংবেদনের তীব্রতাও বাড়বে বা কমবে। মুখ দিয়ে শিস্ দেয়া শব্দের চেয়ে রেলগাড়ির হুইসেলের শব্দ অনেক বেশি তীব্র। হুইসেলের তীব্র শব্দ কানের গভীরে প্রবেশ করলে ব্যথার সংবেদন অনুভূত হয়।

৩. স্থায়িত্ব (Duration): কোন সংবেদন কতটুকু স্থায়ী হবে তা নির্ভর করছে উদ্দীপকের স্থায়িত্বের উপর। সাধারণত কোন উদ্দীপক যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সংবেদন স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন-স্কুল/কলেজ ছুটির ঘণ্টা একটু বেশি সময় ধরে এক নাগাড়ে বাজান হয়। ফলে সংবেদনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

৪. ব্যাপকতা (Extensity): ব্যাপকতা হল কোন উদ্দীপক যতটুকু জায়গায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার পরিমাণ। কোন উদ্দীপক যতটুকু স্থান দখল করে, সংবেদনও ততটুকু পরিমাণ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। কপালে টিপ্ পড়লে তার সংবেদন কপালের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করবে।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

৫. নিম্ন ও উচ্চসীমা (Absolute and Terminal threshold): প্রতিটি পার্থিব শক্তি (উদ্দীপক) আমাদের চেতনায় আঘাত করার জন্য একটি নিম্নতম মাত্রার প্রয়োজন। উদ্দীপকের যে নিম্নশক্তি ব্যক্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে নিম্নসীমা বলে।

সংবেদনের একটি সর্বোচ্চ সীমা আছে যা অতিক্রম করলেও কোন সংবেদন হয় না-একে সংবেদনের উচ্চ সীমা বলা হয়। বন্ধ টেলিভিশন চালু করার জন্য 'নব'টি (চালু করার চাবি) ধীরে ধীরে ঘুরালে প্রথম যে বিন্দুতে এলে শব্দ হচ্ছে বলে মনে হয় তাই হল নিম্নসীমা। শব্দ বাড়ানোর জন্য 'নব'টি ঘুরাতে ঘুরাতে শেষ পর্যায়ে নিয়ে এলে শব্দ এতো বেশি হবে যে কি শব্দ হচ্ছে তা বোঝা যাবে না এবং কানে তীব্র ব্যথা অনুভূত হবে। সংবেদনের উচ্চসীমা অতিক্রম করার জন্য এরকমটি হয়।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

৬. সংবেদন সমতা (Sensory Adaptation): রাত্রিবেলা হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সবই দেখা যায়। আবার অন্ধকার কক্ষে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলে প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে এবং কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু অল্প সময়েই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যকার এই অভিযোজনই হল সংবেদন সমতা।

৭. সংকেত (Signal): সংবেদন সংকেত হিসেবে কাজ করে থাকে। কোন নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি উপযোগী প্রতিক্রিয়া করার জন্য সংবেদন সংকেত হিসেবে কাজ করে। বাঘ শিকারী গভীর বনে বানর কুলের ভীতি বিহ্বল ছোটাছুটি এবং পক্ষীকুলের অনাকাঙ্ক্ষিত কিচির-মিচির শব্দ শুনেই বাঘের উপস্থিতি টের পেয়ে যান। বানরদের ছোটাছুটি এবং পাখির কিচির-মিচির শব্দ সংকেত হিসেবে কাজ করে।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

৮. স্থানীয় প্রক্রিয়া (Local Process): সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটা একটি স্থানীয় প্রক্রিয়া। শরীরের কোন স্থানে স্পর্শ করলে না দেখেই তা সঠিকভাবে বলে দেয়া যায়; অথবা একই সাথে দুটি শব্দ শুনে আমরা তা পার্থক্য করতে পারি। সংবেদনের স্থানীয় প্রক্রিয়ার জন্যই তা সম্ভব।

৯. প্রান্তীয় প্রক্রিয়া (Peripheral Process): কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ হল সংবেদন; আর সংবেদনের অর্থ বা ব্যাখ্যা করলে তা হয় প্রত্যক্ষণ। এ জন্য সংবেদনকে প্রান্তীয় ঘটনা এবং প্রত্যক্ষণকে কেন্দ্রীয় ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

১০. পার্থক্য সীমা (Differential Threshold): দুটি উদ্দীপকের মধ্যে ন্যূনতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থক্যই হল পার্থক্য সীমা। পার্থক্য সীমা সংবেদনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৫ সংবেদন ক্ষমতা

টপিক ০৫: সংবেদন ক্ষমতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংবেদন ক্ষমতা

Adaptation-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সমতা বা অভিযোজন। সমতা বা অভিযোজন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার বেশির ভাগই অবস্থা বা পরিবেশগত কারণে আচরণের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর আচরণের এই পরিবর্তনকেই বলা হয় সংবেদন সমতা (Sensory Adaptation) । ওয়াইনী ওয়াইটেন বলেন, "দীর্ঘ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীলতার পর্যায়ক্রমিক ক্রমাবনতি হল সংবেদন সমতা।" (Sensory adaptation involves a gradual decline in sensitivity to prolonged stimulation. উৎস: Psychology; Brooks / Cole Publishing Company; 1989; P.110.)

যেহেতু বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আমাদের সংবেদনের সাথে জড়িত, তাই আমরা বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন বা সমতা দেখতে পাই। এর মধ্যে দুই প্রকারের চাক্ষুষ সমতা বা অভিযোজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হচ্ছে-

(১) অন্ধকার অভিযোজন ও

(২) আলো অভিযোজন।

সংবেদন ক্ষমতা

১. অন্ধকার অভিযোজন (Dark Adaptation): খুব কম আলোতে কারও দর্শন শক্তির পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি বা উন্নতি ঘটলে অন্ধকার অভিযোজন সংঘটিত হয়। যেমন নাটক মঞ্চায়নের সময় হলঘরের আলো নিভিয়ে দেয়া হলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু অল্প সময় পরে ধীরে ধীরে সবকিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও তখন আলোর মাত্রার কোন পরিবর্তন করা হয়নি। অথবা সিনেমা হলে নাটক শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে আলো নিভিয়ে দিলেও অন্ধকার অভিযোজন প্রত্যক্ষ করা যায়।

অন্ধকার অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রথমে কোন কিছু দেখা যায় না এবং পরে ধীরে ধীরে সব স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ দিবালোকের শংকু দর্শন থেকে আরও সংবেদনশীল দণ্ড দর্শনে পরিবর্তিত হতে চোখের কিছুটা সময় লাগে। প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার অভিযোজন সম্পন্ন হতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে এবং প্রথম ১০ মিনিটে অনেকটা উন্নতি ঘটে (Wayne Weiten, ১৯৮৯)। যখন এটা ঘটে তখন চক্ষু দিনের বেলার চেয়ে কমপক্ষে ১০০,০০০ বার বেশি সংবেদনশীল হয়, যদিও দর্শনের সূক্ষ্মতা (visual acuity) কমে যায় কারণ শংকুগুলো তখন কাজ করে না এবং তারা (দণ্ডসমূহ) দর্শনের সূক্ষ্মতা তৈরি করে (McMahon and McMahon, ১৯৮৬)। অন্ধকার অভিযোজনের সময় ক্ষীণ বস্তুসমূহকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য অপটিক স্নায়ুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

সংবেদন ক্ষমতা

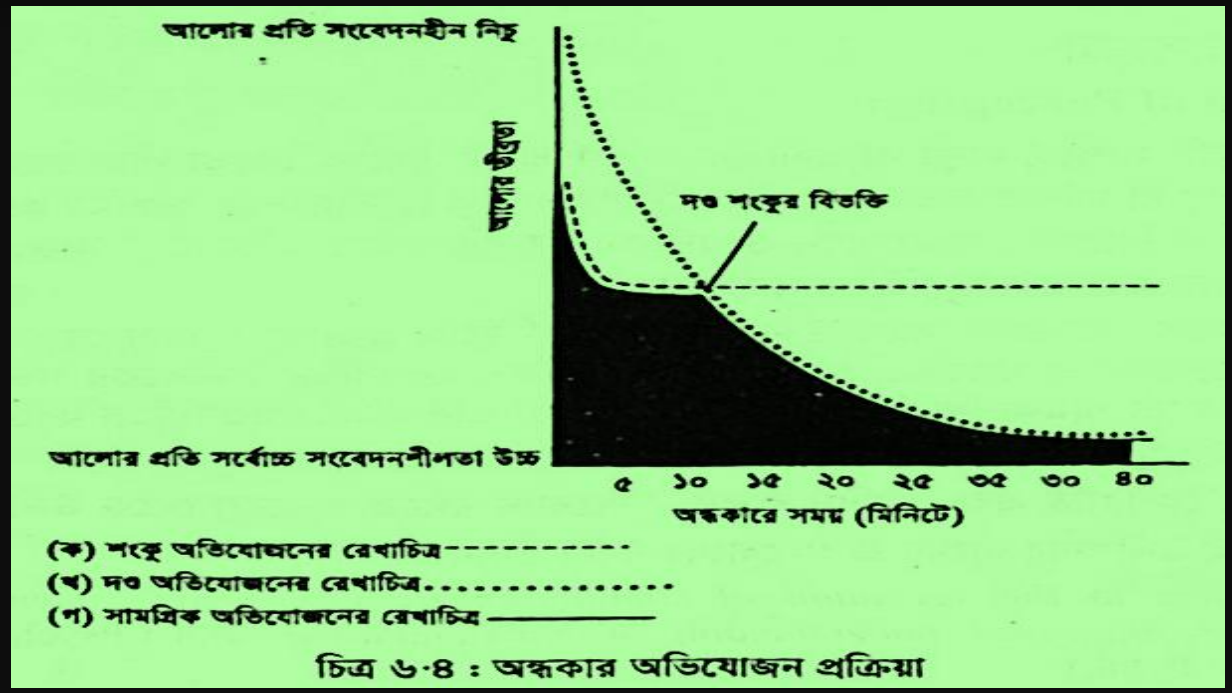

চিত্র ৬·৪ : অন্ধকার অভিযোজন প্রক্রিয়া

অন্ধকার অভিযোজন একটি দুধাপের প্রক্রিয়া। প্রথম ধাপে শংকু কণাগুলো খুব দ্রুত নিম্নমাত্রার আলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতায় পৌঁছতে শংকুগুলোর সময় লাগে ৫ থেকে ১০ মিনিট। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযোজনের আরও উন্নতি ঘটে দণ্ডকণা থেকে। দণ্ডকণাগুলোর অভিযোজনের হার শংকুকণার চেয়ে বেশ ধীর গতিতে কিন্তু নিম্নমাত্রার আলোতে এর আরও অনেক বেশি সংবেদনশীলতা ধারণে সক্ষম। অন্ধকার অভিযোজনে দণ্ডকণার প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। উপরের চিত্রে অন্ধকার অভিযোজন প্রক্রিয়া দেখান হল।

সংবেদন ক্ষমতা

২. আলো অভিযোজন (Light Adaptation): যদি আলোর দিকে তাকান যায় তাহলে চোখ আলো অভিযোজিত হয়ে পড়ে। আলো অভিযোজিত চক্ষুর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়। তীব্র আলোতে সংবেদনশীলতার ক্রমাবনতিকে আলো অভিযোজন বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অন্ধকার কক্ষে হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে উঠলে প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কিছুই গোচরীভূত হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর বেলা সিনেমা শেষে হল থেকে বের হলেও অনুরূপ ঘটনার সৃষ্টি হয়। আলোর অভিযোজন বা সমতার জন্যই এরকম হয়ে থাকে।

আলো অভিযোজনের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার আলোর প্রতি চক্ষু কম সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। অন্ধকার অভিযোজনের মত আলো অভিযোজনও প্রচলিত পরিবেশে আমাদের দর্শনের সূক্ষ্মতার (visual acuity) উন্নতি ঘটায়। আলো অভিযোজন প্রক্রিয়া অন্ধকার অভিযোজনের চেয়ে বেশি দ্রুত সংঘটিত হয়।

সংবেদন ক্ষমতা

শব্দ অভিযোজন (Sound Adaptation): প্রচণ্ড হট্টগোলপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করলে প্রথমে কানে তালা লেগে যায়। কিছুক্ষণ পরে শব্দের তীব্রতা আর ততটা বেশি বলে মনে হয় না। শব্দের সাথে অভিযোজন ঘটার ফলেই এরকম হয়।

গন্ধ অভিযোজন (Smell Adaptation): বিশ্রী গন্ধপূর্ণ জায়গায় গেলে প্রথমে নাক ঝাঁঝিয়ে যায়, গন্ধ সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ে গন্ধটা তার তীব্রতা অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

তাপ ও শৈত্য অভিযোজন (Warmth and Cold Adaptation) : এক বালতি গরম পানিতে হাত ডুবালে প্রথমে হাত গরমে পুড়ে যেতে চায় কিন্তু ধীরে তা সহ্য হয়ে যায় এবং পানি আর ততটা গরম মনে হয় না। তেমনি বরফ মিশ্রিত পানিতে হাত ডুবালেও ধীরে ধীরে হাত ঠাণ্ডা পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

সংবেদন অভিযোজন একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। কোন সংবেদনের প্রতিই আমরা স্থায়ী প্রতিক্রিয়া করি না; এটি পরিবর্তনযোগ্য। তাই বেশি তীব্র বা কম তীব্র উদ্দীপকের সাথে খাপ খাইয়ে অর্থাৎ অভিযোজনের মাধ্যমে আমরা সংবেদন লাভ করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৬ প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা

টপিক ০৬: প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা

পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি সম্পর্কে মানুষ বা প্রাণী যে অর্থপূর্ণ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। উত্তেজক পারিপার্শ্বিক বস্তু বা ঘটনার বার্তা বয়ে মস্তিষ্কে নিয়ে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এর বিশ্লেষণ, সমন্বয়সাধন ও একীকরণ। মস্তিষ্কে এর বিশ্লেষণ, সমন্বয়সাধন ও একীকরণের পর অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত বস্তু বা ঘটনার একটা পরিচয় পাওয়া যায় এবং তখনই সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষণ।

আচরণবাদীদের মতে, আচরণের সাথে উদ্দীপকের সম্পর্ক হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। তাঁরা যে কোন আচরণকে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার এককে বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষণ হল বিভিন্ন উদ্দীপকের পার্থক্য নির্ণয়। অর্থাৎ কেউ যদি বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে তাহলে তার প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন ধরনের হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বিভিন্ন বস্তুকে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পেরেছে।

রডিজার, রাস্টন, কেপাল্লিন্ড এবং প্যারিস বলেন, "সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে বোঝায়, অন্যদিকে প্রত্যক্ষণ সেই উদ্দীপনার ব্যাখ্যা ও অর্থবোধের বর্ণনা প্রদান করে।"
(Sensation refers to the reception of stimulation from the environment, while perception describes the interpretation and understanding of that stimulation. উৎস: Psychology; Little, Brown and Company; 1984; P. 88.)

প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা

মর্গান, কিং, ওয়াইজ এবং স্কোপলার বলেন, "পৃথিবীকে যে ভাবে দেখা, শোনা, অনুভব করা, স্বাদ নেয়া, গন্ধ নেয়া হয় তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। অন্যভাবে, একজন ব্যক্তি যা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকেই প্রত্যক্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

(Perception refers to the way the world looks, sounds, feels, tastes or smells. In other words, perception can be defined as whatever is experienced by a person. উৎস: Introduction to Psychology; Tata Mcgraw-Hill Publishing Co.Ltd.; 1993; P. 107.)

কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ হল সংবেদন। সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তা হয়ে উঠে প্রত্যক্ষণ। সুতরাং প্রত্যক্ষণ হল সংবেদনের অর্থবোধ বা ব্যাখ্যা।

উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝলক আলো চোখে এসে পড়ল। আলোর প্রতি এই প্রাথমিক অনুভূতি হল সংবেদন। পরে যখন বোঝা গেল যে, সেটা মটর গাড়ির হেড লাইটের আলো, তখন তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হল।

প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা

প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যক্ষণের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

(১) সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ (Organization): বাইরের পরিবেশ থেকে আমরা যে উদ্দীপনা লাভ করি তা এলোমেলো অবস্থায় মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই এলোমেলো উদ্দীপনাকে গুছিয়ে একটি সংঘবদ্ধরূপ বা প্যাটার্ন দাঁড় করায়। এলোমেলো উদ্দীপনাকে সংঘবদ্ধরূপে প্রত্যক্ষণ করাই হল প্রত্যক্ষণের সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ। সংগঠন প্রত্যক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

(২) নির্বাচনমুখিতা (Selectivity): উদ্দীপক নির্বাচন প্রত্যক্ষণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষণ করি তা বাছাই করে বা নির্বাচন করে প্রত্যক্ষণ করি। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে। আমরা এগুলো থেকে একটি বা দুটি উদ্দীপক নির্বাচন করে প্রত্যক্ষণ করি। অর্থাৎ আমরা আমাদের চারপাশের অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে মাত্র দু'একটির প্রতি মনোযোগ দেই। প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতাই হল মনোযোগ।

(৩) অপরিবর্তনীয়তা (Constancy): এটি প্রত্যক্ষণের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষণের অপরিবর্তনীয়তার কারণেই আমরা কোন উদ্দীপককে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে একই রকম দেখতে পাই। একজন পরিচিত লোককে অনেক দূর থেকে দেখলেও যেমন দেখায়, নিকটে থেকে দেখলেও একই রকম দেখায়। প্রত্যক্ষণের অপরিবর্তনীয়তা বা ধ্রুবকতার জন্যই এমনটি হয়।

প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা

প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য

(৪) নমনীয়তা (Flexibility): প্রত্যক্ষণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নমনীয়তা। প্রত্যক্ষণ একটি নমনীয় প্রক্রিয়া। আমরা কোন বন্ধু বা ঘটনা যখন প্রত্যক্ষণ করি তখন অনেকটা নমনীয় হয়ে প্রত্যক্ষণ করি। কারণ ব্যক্তির মূল্যবোধ, শিক্ষণ, প্রেষণা, চাহিদা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে। তাইতো একই উদ্দীপক বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যক্ষণ করে।

(৫) সামগ্রিকতা (Holistic property): আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করি, তা খণ্ড খণ্ডভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করি। অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড অংশকে গুছিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সামগ্রিকরূপ প্রদান করাই হল প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৭ প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

টপিক ০৭: প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ হল প্রত্যক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমরা যা প্রত্যক্ষণ করি তা প্রকৃত বস্তু থেকে যে উদ্দীপনা লাভ করি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত বস্তু বা ঘটনা পরিবর্তিত হয়ে প্রত্যক্ষণীয় বস্তু বা ঘটনাতে রূপান্তরিত হয়; আর এই রূপান্তরকেই বলা হয় প্রত্যক্ষণীয় সংগঠন।

হেনরি এল. রডিজার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "প্রাথমিক সংবেদনসমূহ যেমন বিন্দু, রেখা, প্রান্তভাগ প্রভৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষণ করি এমন বস্তুতে কাঠামোবদ্ধ করাকে প্রত্যক্ষণের সংগঠন বলে।" (The structuring of elementary sensations such as points, lines, edges into the objects we perceive is called perceptual organization. উৎস: Psychology: Little, Brown and Company; 1984; P. 125.)

রডিজার, রাস্টন, কেপালডি এবং প্যারিস এর মতে, "প্রাথমিক সংবেদনের কাঠামোয়, যেমন- বিন্দু, রেখা এবং প্রান্তসীমাকে নিয়ে আমরা বস্তু সকলকে প্রত্যক্ষণ করি, তাকে প্রত্যক্ষণের সংগঠন বলা হয়।" (The structuring of elementary sensations such as points, lines and edges into the objects we perceive is called perceptual organization. উৎস: Psychology; Little, Brown and Company; 1984; P. 125.)

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

বিভিন্ন বস্তু থেকে আমরা যে উদ্দীপনা লাভ করি তা এলোমেলো বা বিশৃংখল অবস্থায় মস্তিষ্কে এসে পৌছায়। মস্তিষ্ক এই এলোমেলো ও বিশৃংখল উদ্দীপনাকে সমন্বয় সাধন ও একীকরণ করার পর এর একটি সংঘবদ্ধরূপ বা প্যাটার্ন দাঁড় করায়। ফলে বস্তুটিকে আমরা অর্থপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষণ করি। এভাবে এলোমেলো উদ্দীপনাকে সংঘবদ্ধরূপে অর্থাৎ সুশৃংখলভাবে প্রত্যক্ষণ করাকে প্রত্যক্ষণীয় সংগঠন বা প্রত্যক্ষণের সুবিন্যস্তকরণ বলে।

সংবেদনসমূহকে সুগঠিত করে প্রত্যক্ষণ করা প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানিগণ (Gestalt Psychologists) প্রথম প্রত্যক্ষণ সংগঠনের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে ম্যাক্স ওয়ার্দিমার, কুর্ট কোস্কা ও ওল্‌গ্যাং কোহ্লার এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতায় আমরা শুধু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট সংবেদনকে দেখি না, সংবেদনসমূহকে সুসংগঠিত করে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করি। একটি অণুর প্রকৃতি নির্ণীত হয় যেমনি শুধু তার উপাদান পরমাণুর দ্বারা নয়, কীভাবে পরমাণুগুলো সাজানো আছে তার দ্বারা, ঠিক তেমনি আমরা প্রত্যক্ষণ করি শুধু সংবেদনই নয়, সংবেদনগুলো কীভাবে সাজানো (সংগঠিত করা) হয়েছে তার সামগ্রিক অবস্থাকে।

প্রত্যক্ষণের সংগঠনের উপাদানসমূহকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ শর্ত এবং

(২) জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ শর্ত

যে সকল উপাদান উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি উদ্দীপক উপাদান বলে। উদ্দীপক উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

১. নৈকট্য (Proximity): যে সকল বস্তু কাছাকাছি সেগুলোকে আমরা একত্রে প্রত্যক্ষণ করি। নিম্নের চিত্রে ক-তে ফোঁটাগুলো পাশের দিকে নিকটে হওয়াতে সারিবদ্ধভাবে এবং খ-তে ফোঁটাগুলো পরপর নিচের দিকে নিকটে হওয়াতে শুম্ভ (Column) হিসেবে আমরা প্রত্যক্ষণ করি।

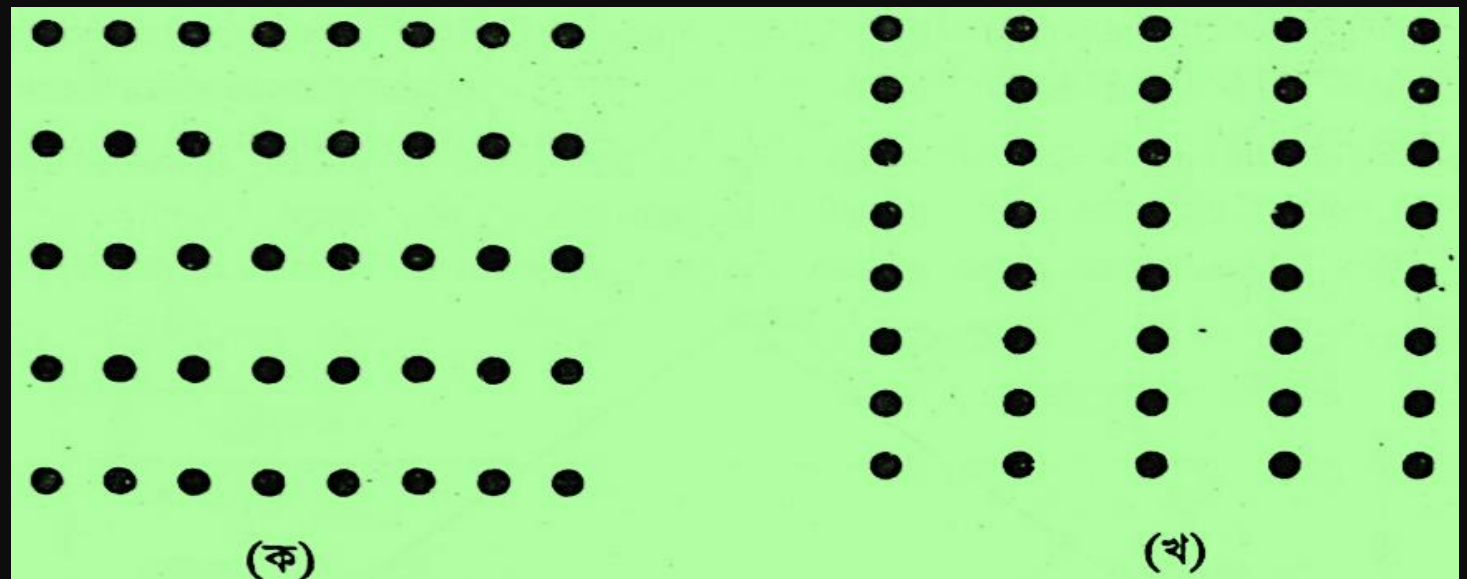

চিত্র ৬·৫ : প্রত্যক্ষণের সংগঠনের নৈকট্যের প্রভাব।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ শর্ত

২. সাদৃশ্য (Similarity): বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে মিলযুক্ত একই ধরনের বস্তুগুলো আমরা একত্রে প্রত্যক্ষণ করি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের সংগঠনে বস্তুর সাদৃশ্যও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ৬-৬ নং চিত্রে ফোঁটা ও শূন্যকে একত্রে প্রত্যক্ষণ না করে ভিন্নভাবে প্রত্যক্ষণ করি। অর্থাৎ ক চিত্রে ওগুলোকে লম্বালম্বি না দেখে সারি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি এবং খ চিত্রে সারিভাবে না দেখে লম্বালম্বিভাবে দেখি।

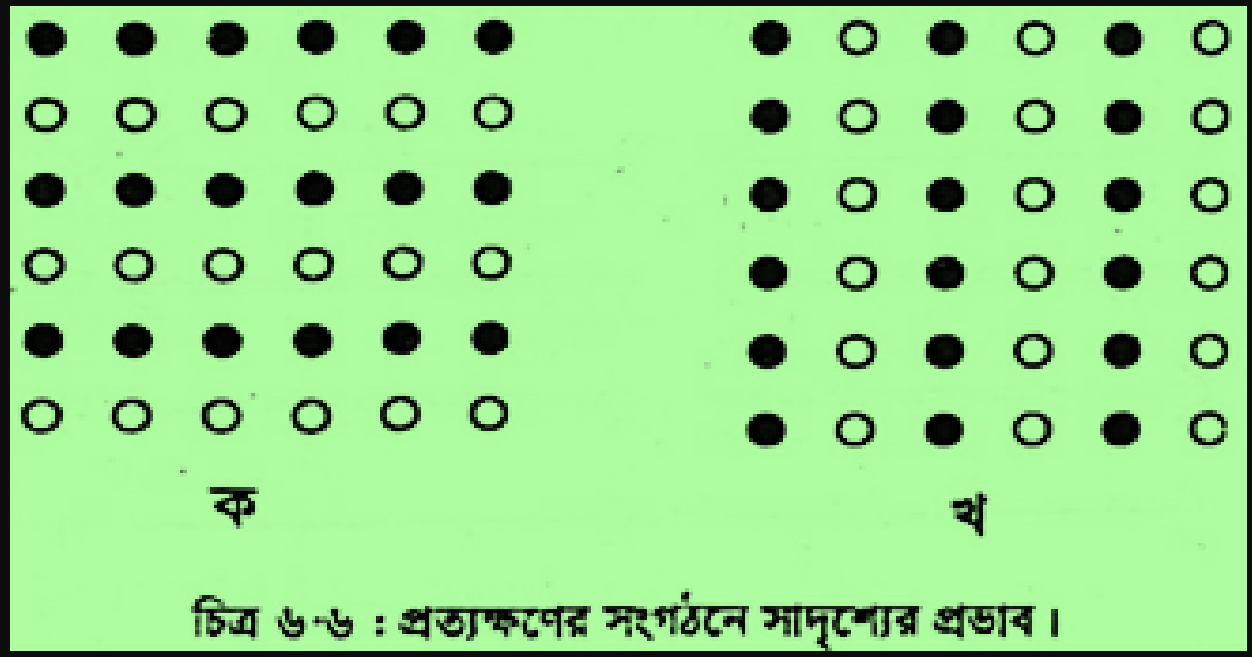

চিত্র ৬-৬ : প্রত্যক্ষণের সংগঠনে সাদৃশ্যের প্রভাব।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ শর্ত

৩. ধারাবাহিকতা (Continuity): যে রেখাটি বাঁকা পথে চলছে তাকে বাঁকা পথে এবং যে রেখাটি সরল পথে চলছে তাকে সরল পথে চলতে দেখার একটি সহজ প্রবণতা রয়েছে। যেমন নিম্নের চিত্রে (চিত্র ৬.৭) বক্ররেখাটিকে ক বাখ পথে না দেখে গ ঘ পথে চলতে দেখি।

চিত্র ৬·৭ : প্রত্যক্ষণের সংগঠনে ধারাবাহিকতার প্রভাব।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ শর্ত

৪. বিশেষ পরিচিত (Familiarity) : যে রূপটি আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসংখ্য লোকের মধ্যে এজন্য আমরা আমাদের বন্ধুকে সহজেই খুঁজে বের করতে পারি।

৫. ফাঁকপূরণ (Closure): প্রত্যক্ষণের সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে কোন ফাঁক থাকলে আমরা তা পূরণ করে প্রত্যক্ষণ করি। নিম্নের চিত্রে (চিত্র ৬-৮) ফাঁক থাকলেও ক্ষেত্রটিকে আমরা ত্রিভুজ হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি।

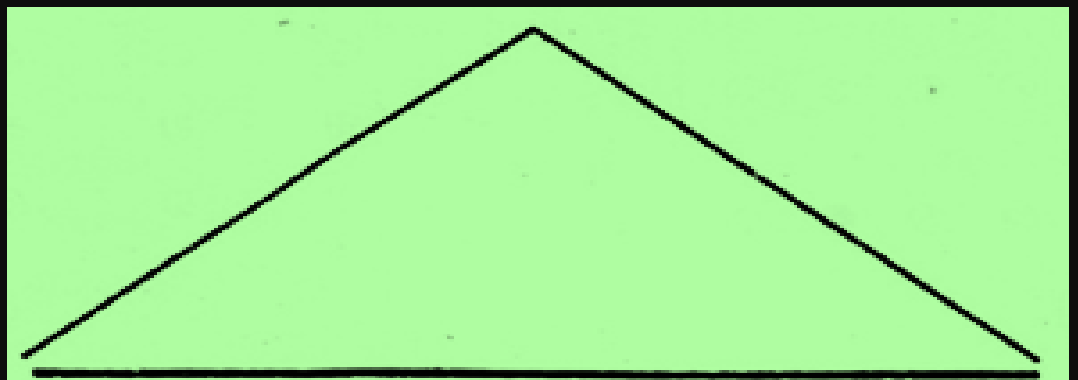

চিত্র ৬-৮ : প্রত্যক্ষণের সংগঠনে ফাঁকপূরণের প্রভাব।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ শর্ত

৬. প্রতিসাম্য (Symmetry): সুষম বা সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তু সকলকে একত্রে প্রত্যক্ষণ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু যে সকল বস্তু অসম বা অসামঞ্জস্য সেগুলো একত্রে প্রত্যক্ষিত হয় না।

৭. সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য (Common feature): যে সকল বস্তু বা ঘটনা এক নয়, তবে কতেক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এক সেগুলোও আমরা একটি দল হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি। যেমন ৬-৯ নং চিত্রে কওখ অথবা গ ও ঘ তীর।

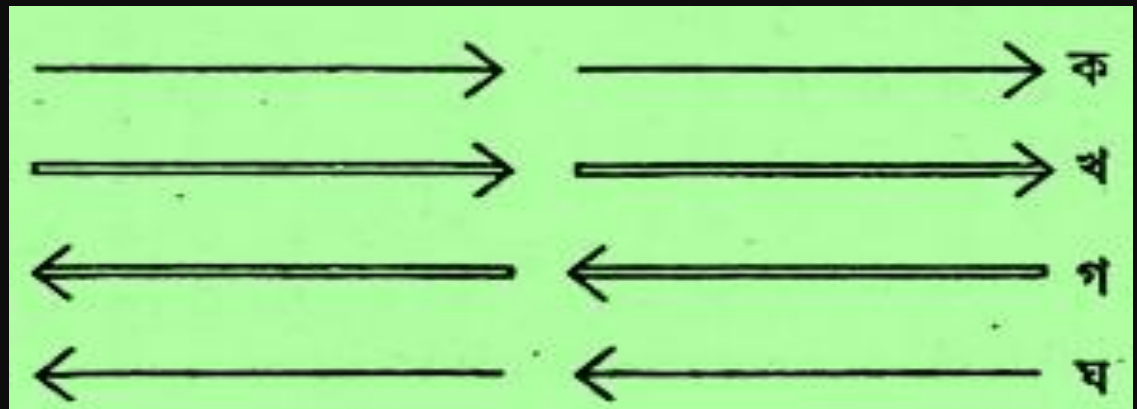

চিত্র ৬·৯ : সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

যে সকল উপাদান ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্টি হয় বা ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত হয়ে প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে তাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বা জৈবিক উপাদান বলে। ব্যক্তির ঝোঁক বা প্রবণতা, চাহিদা, আবেগ, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক উপাদান প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিম্নে এগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হল:

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

১. ঝোঁক বা প্রবণতা (Set): কোন বস্তু বা ঘটনাকে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্যক্ষণ করার ঝোঁক বা প্রবণতা সকলের মধ্যেই রয়েছে। সাধারণত নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে এই প্রবণতা তৈরি করে প্রত্যক্ষণের উপর তার প্রভাব নিরূপণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিপোলার পরীক্ষণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার পরীক্ষণপাত্রদেরকে দুটি দলে ভাগ করেন। তিনি একদলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা প্রাণীর নামযুক্ত শব্দ দেখবে এবং অপর দলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা ভ্রমণ সম্পর্কিত শব্দ দেখবে। এরপর তিনি কতগুলো অর্থহীন শব্দ টাচিস্টোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুতগতিতে পরীক্ষণপাত্রদের দেখান। এই পরীক্ষণের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থহীন শব্দ	প্রাণী দল	ভ্রমণ দল
চ্যাক (Chack)	চিক (Chick)	চেক (Check)
পাচরোট (Pasrot)	প্যারোট (Parrot)	পাসপোর্ট (Passport)
ড্যাক (Dack)	ডাক (Duck)	ডেক (Deck)

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, নির্দেশের ফলে পরীক্ষণপাত্রদের মধ্যে যে ঝোঁক বা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তার ফলেই অর্থহীন শব্দকে একদল (প্রাণীদল) প্রাণীর নাম হিসেবে এবং অন্যদল (ভ্রমণদল) ভ্রমণ সম্পর্কিত শব্দ হিসেবে প্রত্যক্ষণ করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঝোঁক বা প্রবণতা প্রত্যক্ষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

২. চাহিদা (Need): ব্যক্তির চাহিদা তার প্রত্যক্ষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আতিয়া এবং মনির দুজনে ভাই বোন। ওরা শহরে যাচ্ছে একটি শাড়ি ও একটি জিন্সের প্যান্ট কিনতে। রাস্তায় চলতে চলতে কাউকে একটি ভাল শাড়ি পরিহিত দেখলে আতিয়া উৎফুল্ল হয় এবং তা প্রকাশ করে। পার্শ্বে উপবিষ্ট মনির তখন নির্বিকার- সে খুঁজছে কে কোন মডেলের জিন্সের প্যান্ট পরেছে, শাড়ির প্রতি তার কোন খেয়াল নেই। কারণ দুজনের চাহিদা দু ধরনের।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

কলেজ ফেরত ক্ষুধার্ত ছাত্রের কাছে রাস্তার ধারের কোন বস্তুই তেমন আকর্ষণ করে না, যতটা রাস্তার ধারের দোকানে ঝুলানো সাগরকলা আকর্ষণ করে।

স্যানফোর্ড (১৯৩৭) ক্ষুধার্ত ও ক্ষুধার্ত নয় এমন পরীক্ষণপাত্র নিয়ে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি তাদের কতগুলো অসম্পূর্ণ শব্দ দিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে বলেন। বেশির ভাগ ক্ষুধার্ত পরীক্ষণপাত্রই অসম্পূর্ণ শব্দগুলোকে খাবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দ হিসেবে সম্পূর্ণ করে। যেমন, `ME-' এই অসম্পূর্ণ শব্দকে তারা MEAT বা MEAL হিসেবে সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত নয় এমন পরীক্ষণপাত্ররা খাদ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন শব্দ দিয়ে অসম্পূর্ণ শব্দ সম্পূর্ণ করে।

৩. আবেগ (Emotion): ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ তার আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হলে ব্যক্তি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হলে কালো কুৎসিত রমণীও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আবার আবেগের কারণেই সুন্দরী ও গুণবতী রমণীকেও অসুন্দর বলে মনে হতে পারে এবং ঐ রমণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকলকেই খারাপ বলে মনে হবে। আবেগের সময় যা ভাল বলে মনে হয়, আবেগ প্রশমিত হলে তা ভাল নাও লাগতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, আবেগ দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয়ে থাকে।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

৪. মূল্যবোধ (Values): ব্যক্তির মূল্যবোধের দ্বারা তার প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। কোন ঘটনাকে একজন সৌন্দর্যের পিয়াসী যে দৃষ্টিকোণে দেখবে, একজন ধার্মিক বা একজন আধুনিক ব্যক্তি সেভাবে দেখবে না। গোঁড়া ধার্মিক পরিবারে পর্দা প্রথার যেমন কড়াকড়ি তেমনি আধুনিক পরিবারে পর্দাপ্রথা একটি হাস্যকর ব্যাপার। মূল্যবোধের কারণেই দৃষ্টিভঙ্গির এ ধরনের তারতম্য ঘটে। কোন বিষয়বস্তুর প্রতি ব্যক্তি যে প্রকার ধারণা পোষণ করে তাকেই তার মূল্যবোধ বলা হয়। স্থান-কাল-পাত্রভেদে মূল্যবোধ আলাদা হতে পারে। তবে একই প্রকার সমাজ বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মূল্যবোধে সাদৃশ্য থাকতে পারে।

মূল্যবোধ কীভাবে প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে তা পোস্টম্যান, ব্রুনার ও ম্যাকগিনিসের (১৯৪৮) পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা প্রথমে অলপোর্ট-ভারনন মূল্যবোধ অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষণপাত্রের মূল্যবোধ নিরূপণ করেন। তারপর তাদের কতগুলো শব্দ অতি দ্রুতগতিতে দেখান হয়। দেখা যায় যে, পরীক্ষণপাত্র তার মূল্যবোধের সাথে পরিচিত শব্দগুলো অতি সহজেই চিনতে পারে।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

৫. মনোভাব (Attitudes): কোন ব্যক্তি যে ধরনের মনোভাব পোষণ করেন, তার সাথে মিলযুক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে তিনি তাড়াতাড়ি প্রত্যক্ষণ করেন। একজন ক্রীড়ামোদি অতি সহজেই অনেক লোকের মধ্যে থেকে তার প্রিয় খেলোয়াড়কে দেখতে পান, খবরের কাগজে মুক্তিযুদ্ধের খবর অন্যান্য খবরাখবরের চেয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে বেশি গুরুত্ব পায়। আমরা কোন কিছুকে কীভাবে প্রত্যক্ষণ করব তা অনেকটা মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৬. আগ্রহ (Interests): প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ এক শর্ত হল আগ্রহ। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বাবা তার মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে বই মেলাতে গেলেন বই কেনার জন্য। বাবা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। মেয়ে নজরুল ভক্ত। আর ছেলের প্রিয় ভৌতিক কল্পকাহিনী। তাই বোঝাই যাচ্ছে, তিন জন বইয়ের দোকানে গিয়ে নিশ্চয়ই একই ধরনের বই কিনবে না। বাবা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই, মেয়ে কাজী নজরুল ইসলামের বই এবং ছেলে ভূত-প্রেত সংক্রান্ত বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করবে।

প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালা

জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত

৭. শিক্ষণ (Learning): শিক্ষণও প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে। ছোট্ট শিশুকে বার বার অভ্যাসের মাধ্যমে নতুন লোকের আগমনে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলা শিখান হল। পরবর্তীতে ঐ শিশু বাসায় যে কোন অপরিচিত লোক এলে তাকে আস্সালামু আলাইকুম বলে অভ্যর্থনা জানাবে।

৮. ক্লান্তি (Fatigue): ক্লান্ত ব্যক্তি কোন বিষয়ে ভালভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। স্বাভাবিক পরিবেশে যে বিষয়বস্তু সহজে মন কেড়ে নিত, ক্লান্তির ফলে তা বিরক্তিকর বলে মনে হতে পারে। তাই ক্লান্তি কোন কিছু প্রত্যক্ষণে বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৮ প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

টপিক ০৮: প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

This Topic is important for

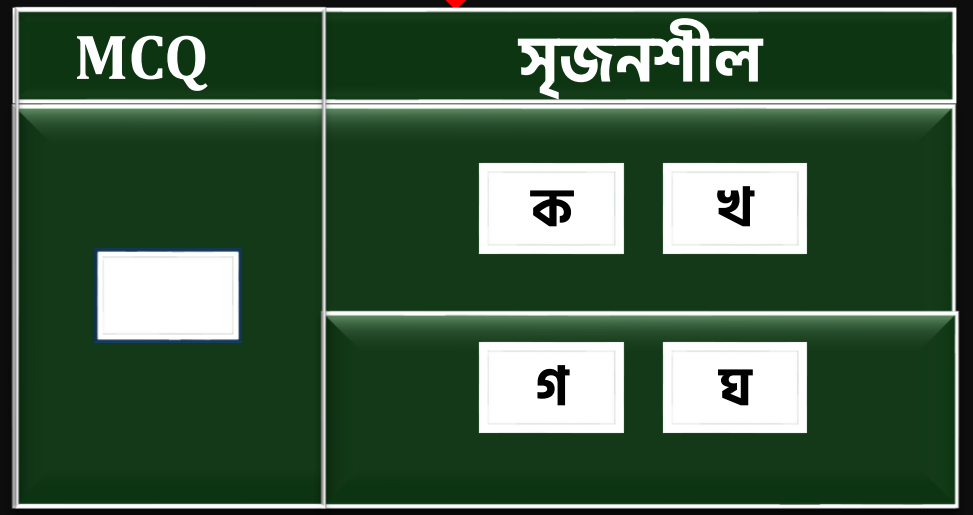

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

বাইরের জগৎ থেকে যে এলোমেলো ও খণ্ড খণ্ড উদ্দীপনা আমাদের ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে তার সুসংগঠিত ও সামগ্রিক রূপ আমরা প্রত্যক্ষণ করে থাকি। এই সামগ্রিকতার কিছু অংশ প্রতীক বা চিত্র (Figure) এবং কিছু অংশ পটভূমি (Ground) রূপে ফুটে উঠে। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করি তখন এক বিশেষ পটভূমির সঙ্গে তাকে যুক্ত করে প্রত্যক্ষণ করে থাকি। অর্থাৎ তাকে কোন একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি প্রতীক বা চিত্র হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি। এই 'প্রতীক-পটভূমি' প্রত্যক্ষণকে কেউ 'চিত্র-পট' প্রত্যক্ষণ, আবার কেউ 'মূর্তি-ক্ষেত্র' প্রত্যক্ষণ, আবার কেউ কেউ 'চিত্র-পটভূমি' প্রত্যক্ষণও বলে থাকেন।

ম্যাকমোহন এবং ম্যাকমোহন প্রতীক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "এই শব্দটি (প্রতীক-পটভূমি) দ্বারা এমন ঘটনাকে বোঝায় যে, আমরা আমাদের চেতনার কেন্দ্রে কিছু বস্তু স্থাপন করি (প্রতীক), অন্যদিকে বাকি যা কিছু দেখি তা হল পশ্চাদভূমি (পটভূমি)।"

(This term (figure-ground) refers to the fact that we put some objects in the center of our consciousness (figure), while the reminder of what is being viewed becomes background (ground). উৎস: Psychology: The Hybrid Science; The Dorsey Press; Chicago; 1986; P. 119.)

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

ওয়াইনী ওয়াইটেন প্রতীক এবং পটভূমিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন, "প্রতীক হল সেই জিনিস যা দেখা হয় এবং পটভূমি হল সেই পশ্চাদভূমি যার সাথে এটি অবস্থান করে।"
(The figure is the thing being looked at and the ground is the background against which it stands. উৎস: Psychology; Brooks/Cole Publishing Company; 1989; P. 123.)
আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব বস্তু বা ঘটনা প্রত্যক্ষণ করি সেগুলোকে আমাদের অভিজ্ঞতার সাধারণ পটভূমি থেকে পৃথকভাবে সুস্পষ্ট অবয়ব মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠতে দেখি। উদাহরণস্বরূপ, নীল আকাশে যখন-উড়োজাহাজকে চলতে দেখি তখন উড়োজাহাজকে প্রতীক এবং নীলাকাশকে পটভূমি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি; আবার ফুলের বাগানে তোলা ছবিটি যখন দেখি তখন ছবিটি প্রতীক বা চিত্র এবং ফুলের বাগানকে পটভূমি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি। কোন বস্তু বা ঘটনাকে তার আশেপাশের সাধারণ পটভূমি থেকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা প্রত্যক্ষণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

প্রতীক ও পটভূমির পার্থক্য: প্রতীক ও পটভূমির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে প্রতীককে পটভূমি থেকে পৃথক করা যায়। নিম্নে প্রতীক ও পটভূমির মধ্যকার পার্থক্য দেখানো হল:

প্রতীক	পটভূমি
১। প্রতীকের নির্দিষ্ট আকার ও সীমারেখা আছে। ২। এটা একটি একক হিসেবে প্রত্যক্ষিত হয়। ৩।প্রতীক পটভূমির চেয়ে কাছে দৃষ্ট হয়। ৪।এটি পটভূমির চেয়ে ছোট। ৫। প্রতীক অধিক উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। ৬। এটি পটভূমির সামনে বা উপরে থাকে। ৭। প্রতীক সীমাবদ্ধ। ৮। প্রতীক সংগঠিত। ৯।প্রতীককে একটি নির্দিষ্ট বস্তু হিসেবে মনে হয়।	১। পটভূমির নির্দিষ্ট আকার ও সীমারেখা নেই। ২। এটা একক হিসেবে প্রত্যক্ষিত হয় না। ৩। পটভূমি দূরে দৃষ্ট হয়। ৪। পটভূমি প্রতীকের চেয়ে বড়। ৫। পটভূমি কম আকর্ষণীয়। ৬। পটভূমি প্রতীকের পশ্চাতে বা নিচে থাকে। ৭। পটভূমির ক্ষেত্র ব্যাপক। ৮। পটভূমি অসংগঠিত। ৯। পটভূমিকে একটি নির্দিষ্ট বস্তু হিসেবে মনে হয় না।

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণের প্রকারভেদ
(Types of Figure-ground Perception)

প্রতীক-পটভূমি সম্পর্ককে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) অপরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি,

(২) পরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি,

(৩) দ্ব্যর্থবোধক প্রতীক-পটভূমি।

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

১। অপরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি: যে সকল চিত্রে প্রতীক ও পটভূমির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে তাকে অপরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি বলে। বেশির ভাগ প্রতীক-পটভূমি সম্পর্ক অপরিবর্তনীয়। যেমন নিম্নের চিত্রের ছবি দুটি (তীর চিহ্নিত রেখা এবং মুদ্রার ছবি) সব সময় দেখতে একই রকম। এ ক্ষেত্রে প্রতীক ও পটভূমির কোন পরিবর্তন হয়নি।

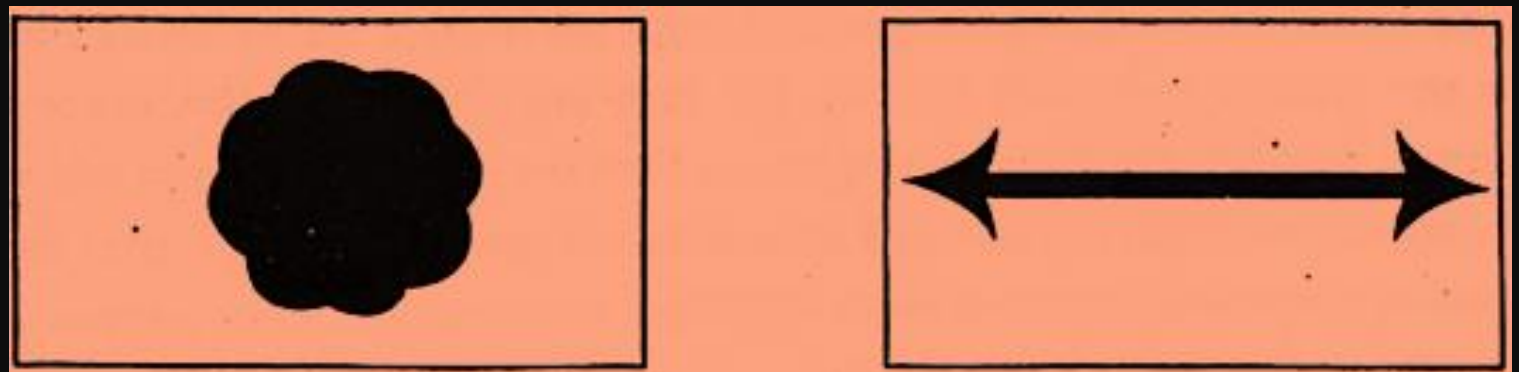

চিত্র ৬·১০ : অপরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি।

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

২। পরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি: অনেক সময় প্রতীক ও পটভূমির সম্পর্ক পরিবর্তনশীল হয়। অর্থাৎ প্রতীক পটভূমিতে এবং পটভূমি প্রতীকে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৬.১১ নং ছবিতে আমরা যখন সাদা রংয়ের ছবিটি কালো রংয়ের পটভূমিতে দেখি তখন একে ফুলদানী হিসেবে প্রত্যক্ষণ করব। আবার যখন কালো রংয়ের ছবিটি সাদা রংয়ের পটভূমিতে দেখি তখন একে দুটি মুখচ্ছবি হিসেবে দেখব।

চিত্র ৬·১১ : পরিবর্তনশীল প্রতীক ও পটভূমি।

প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ

৩। দ্ব্যর্থবোধক প্রতীক-পটভূমি: অপরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণে প্রতীক ও পটভূমির অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রতীকের বিভিন্ন ধরনের অর্থ হতে পারে। এ ধরনের প্রতীক দ্ব্যর্থবোধক প্রতীক নামে পরিচিত। যেমন নিচের ছবিটির বাম দিকে গুরুত্ব আরোপ করলে একে একটি হাসের মুখচ্ছবি এবং ডান দিকে বেশি গুরুত্ব দিলে একে একটি খরগোসের মুখের ছবি বলে মনে হয়। প্রতীক-পটভূমি সম্পর্ক শুধু যে দৃশ্য প্রত্যক্ষণের বেলায় সংঘটিত হয় তা নয়, শ্রবণ বা অন্যান্য সংবেদনের বেলায়ও প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন সেতারে কোন একটি রাগ বাজাতে শুনি, তখন মূল রাগটিকে প্রতীক এবং অন্যান্য তারের ঝংকারকে পটভূমি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি।

চিত্র ৬-১৩ : দ্ব্যর্থবোধক ছবি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ০৯ অধ্যাস

টপিক ০৯: অধ্যাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অধ্যাস

উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রাথমিক চেতনা হল সংবেদন। আর সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যাই হল প্রত্যক্ষণ। কিন্তু সংবেদনের ব্যাখ্যা যখন যথার্থ না হয়ে ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ হয় তখন তাকে অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়কে দায়ী করা যায় না। ইন্দ্রিয় সংবেদনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, কোন বাস্তব উদ্দীপককে ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষণ করার নামই হচ্ছে অধ্যাস।

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা অধ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আমাদের একটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ-যখন বস্তুটির সত্যিকার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে না তখন অধ্যাস ঘটে।"

(An illusion occurs when our perception of an object does not agree with the true physical characteristics of the object. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 106.)

কতগুলো সংবেদীয় তথ্য আছে যার প্রবণতা হল বার বার ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যক্ষণের জন্ম দেয়া; এ ধরনের সংবেদীয় উদ্দীপক এবং তাদের ফলাফলকে অধ্যাস বলা যেতে পারে (Coren and Girgus, ১৯৭৮)।

বিভিন্ন ধরনের অধ্যাস রয়েছে। এর মধ্যে জ্যামিতিক অধ্যাস, গতি অধ্যাস, চান্দ্র অধ্যাস, প্রাকৃতিক অধ্যাস, শারীর-বৃত্তীয় অধ্যাস প্রভৃতি প্রধান।

অধ্যাস

জ্যামিতিক অধ্যাস (Geometrical illusion): জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নানা ধরনের চাক্ষুষ ভ্রান্তি দেখা যায়। এ ধরনের ভ্রান্তিকে জ্যামিতিক অধ্যাস বলে। জ্যামিতিক অধ্যাসের মধ্যে মুলার-লায়ার অধ্যাস খুবই পরিচিত।

মুলার-লায়ার অধ্যাসে (১নং চিত্রে) দেখা যায় যে, যদিও দুটি রেখা সমান তবুও তীর চিহ্নিত রেখা পালক চিহ্নিত রেখা অপেক্ষা ছোট দেখায়। ২নং চিত্রে দুটি তির্যক রেখাই এক সরল রেখার অংশ, অথচ দেখলে মনে হয় যেন রেখা দুটি ভিন্ন। ৩নং চিত্রে দুটি রেখাই সমান, কিন্তু লম্বরেখাকে আনুভূমিক রেখার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে।

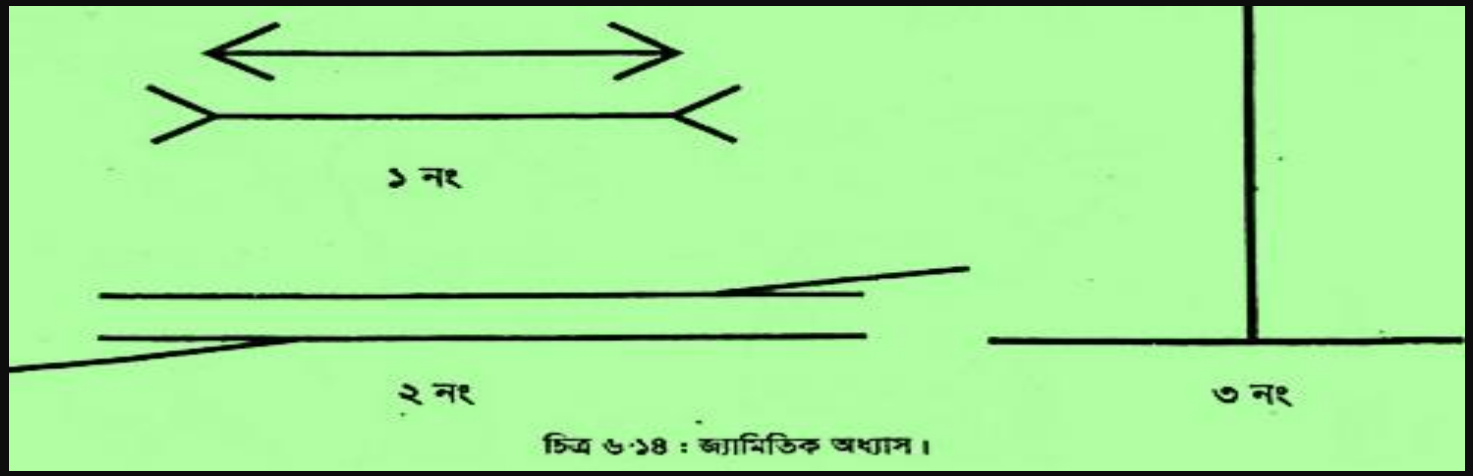

চিত্র ৬·১৪ : জ্যামিতিক অধ্যাস।

অধ্যাস

গতি অধ্যাস (Movement illusion): গতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা স্থির বস্তুকে গতিশীল বলে প্রত্যক্ষণ করেথাকি। ফাই-ঘটনা (Phi-phenomenon) গতি অধ্যাসের একটি উদাহরণ। প্রদর্শনীতে, বিভিন্ন উৎসবে, প্রচারণার ক্ষেত্রে ফাই-ঘটনার ব্যবহার দেখা যায়। ফাই-ঘটনায় বাস্তবিক পক্ষে বাতিগুলো স্থির কিন্তু মনে হয় আলো দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। আবার চলন্ত গাড়িতে বসে থাকলে মনে হয় দূরের গাছপালা এবং ঘর-বাড়ি গাড়ির সাথে ছুটে চলেছে। গতি অধ্যাসের জন্যই এমনটি দেখায়।

চান্দ্র অধ্যাস (Moon illusion): দিগন্তের চাঁদকে মধ্য আকাশের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়। অবস্থানের জন্য একই চাঁদকে ছোট বা বড় দেখাচ্ছে। চান্দ্র অধ্যাসের জন্য এরকম দেখা যায়।

প্রাকৃতিক অধ্যাস (Physical illusion): এক গ্লাস পানিতে পঞ্চাশ পয়সার একটি মুদ্রা রাখলে মুদ্রাটিকে অনেক উপরে বলে মনে হয়। অথবা অর্ধবালতি পরিষ্কার পানিতে একটি লাঠি স্থাপন করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এ সব প্রাকৃতিক অধ্যাসের উদাহরণ।

অধ্যাস

শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস (Physiological illusion) : শারীরিক ঘটনার কারণে অধ্যাসের সৃষ্টি হলে তাকে শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় যিনি চায়ে এক চামচ চিনি ব্যবহার করেন, মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার পর ঐ চা (এক চামচ চিনির চা) তার কাছে পান্সে লাগবে। শারীরবৃত্তীয় অধ্যাসই এর মূল কারণ।

অধ্যাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এর বাস্তব ভিত্তি রয়েছে এবং এটা একটি ভুল প্রত্যক্ষণ জানা সত্ত্বেও এর অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায় না। অর্থাৎ ঘটনাটি জানার পরও আমরা একে ভুলভাবে প্রত্যক্ষণ করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ১০ অলীক প্রত্যক্ষণ

টপিক ১০: অলীক প্রত্যক্ষণ

This Topic is important for

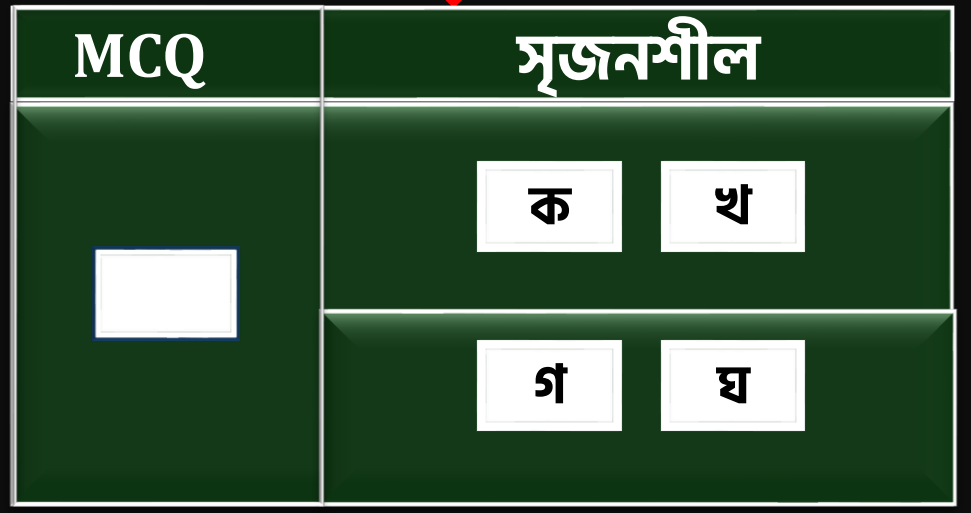

অলীক প্রত্যক্ষণ

বাস্তবে কোন উদ্দীপক নেই অথচ তাকে প্রত্যক্ষণ করা হয়-এরূপ প্রত্যক্ষণই অলীক প্রত্যক্ষণ বা অলীক বীক্ষণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ অবাস্তব উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ।

সিগেল এবং ওয়েস্ট (Siegel and West) বলেন, "অলীক প্রত্যক্ষণ হল এমন প্রত্যক্ষণীয় অভিজ্ঞতা যা একই সংবেদীয় পরিস্থিতিতে অন্যরা যেভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।" (Hallucinations are perceptual experiences that differ strikingly from what other people would experience in the same sensory situation. উৎস: Psychology; Wadsworth Publishing Company; 1984; P. 801.)

উদাহরণস্বরূপ, আবছা অন্ধকারে একজন দেখতে পেল সাদা কাপড় পরিহিত এক মহিলা তাকে ইশারায় ডাকছে। অথচ বাস্তবে সেখানে কোন মহিলার অস্তিত্ব নেই। অথবা কেউ শুনতে পায় যে, ফেরেশতা তাকে ডাকছে। কিন্তু তারই পার্শ্বে বসে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা তা শুনতে পায় না। অলীক প্রত্যক্ষণ যেকোন ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে হতে পারে। যেমন- ঘরে কোন গন্ধ নেই অথচ বিশ্রী গন্ধ অনুভব করা অথবা ত্বকের নিচ দিয়ে ছারপোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে বলে মনে হওয়া ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের বিকৃতি ও মানসিক অস্বাভাবিকতাই অলীক প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী। যেমন, সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) নামক মানসিক রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ। অতিরিক্ত ঔষধাসক্ত (Drug addicted) বা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অলীক প্রত্যক্ষণ দেখা যায়।

অলীক প্রত্যক্ষণ

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের সাদৃশ্য :

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যেমন-

১. অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ উভয়ই এক ধরনের ভুল প্রত্যক্ষণ।

২. উভয়ই স্বাভাবিক ঘটনা থেকে ভিন্নতর।

৩. উভয় ক্ষেত্রে কল্পনা কাজ করে।

৪. উভয় ক্ষেত্রে নির্ভুল জ্ঞান লাভ হয় না।

অলীক প্রত্যক্ষণ

অধ্যাসের সাথে অলীক প্রত্যক্ষণের পার্থক্য:

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল:

(১) অধ্যাস সাধারণত স্বাভাবিক (Normal) ও সুস্থ ব্যক্তির বেলায় ঘটে থাকে।

অলীক প্রত্যক্ষণ সাধারণত অস্বাভাবিক (Abnormal) ব্যক্তি অর্থাৎ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

(২) অধ্যাসের বাস্তব ভিত্তি আছে, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণে তা নেই।

(৩) অধ্যাসের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বাহ্যিক উদ্দীপক বিদ্যমান থাকে। অলীক প্রত্যক্ষণে কোন বাহ্যিক উদ্দীপকের উপস্থিতি থাকে না।

(৪) অধ্যাস প্রধানত দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের (দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ প্রভৃতি) বেলায় সংঘটিত হয়।

(৫) বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যাসের পরিমাপ করা যায় কিন্তু যেহেতু অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের কল্পনা-প্রসূত ঘটনা, তাই এর বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ করা যায় না।

অলীক প্রত্যক্ষণ

(৬) অধ্যাস একটি দীর্ঘমেয়াদি ঘটনা, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ স্বল্পমেয়াদি ঘটনা।

(৭) অধ্যাস সর্বজনীন। একই ধরনের বস্তু সবার ক্ষেত্রে একই ধরনের অধ্যাসের সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অলীক প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়ে থাকে।

(৮) চিকিৎসার দ্বারা অধ্যাস পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ চিকিৎসার দ্বারা দূর করা যায়।

(৯) অনুশীলনের মাধ্যমে অধ্যাসের পরিমাণ কমানো যায়, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে কমানো যায় না।

(১০) অধ্যাস বস্তুকেন্দ্রিক, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ১১ মনোযোগের সংজ্ঞা

টপিক ১১: মনোযোগের সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোযোগের সংজ্ঞা

আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষণ করি তার সব বিষয়ের উপর সমানভাবে মনোযোগ দিতে পারি না। কারণ সব বিষয়ের প্রতি একই সময়ে আমাদের মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে নিবিষ্ট করা কখনও সম্ভব হয় না। কাজেই সাধারণত একটি বিষয়ের পরে আর একটি বিষয়ে আমরা মনঃসংযোগ করি। সেজন্য মনোযোগ বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি অসংখ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয়কে নির্বাচন করে নিয়ে তার উপর মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে নিবিষ্ট করা এবং অন্যান্য বিষয় থেকে মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে নেয়া। সুতরাং মনোযোগ হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা চেতনার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করে মাত্র একটি বিষয়বস্তুতে মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে নিবিষ্ট করা হয়।

মনোযোগ হল প্রত্যক্ষণের পূর্ববর্তী ঘটনা। প্রত্যক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, মনোযোগ হল একটি "প্রাক-প্রত্যক্ষণীয় মনোভাব", একটি 'প্রত্যাশা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া' (Pieron, ১৯২৯), এবং 'একটি পূর্ব অনুমিত প্রত্যক্ষণমূলক সমন্বয়' (Paschal, ১৯৪১)।

ক্রাইডার, গোথাল্স, কেভানহ্ এবং সলোমন বলেন, "মনোযোগ হল সেই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যা কোন্ তথ্য সংবেদী স্মৃতি থেকে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে যাবে তা পরিচালনা করে।"

মনোযোগের সংজ্ঞা

(The control process that governs which information will go from sensory to short-term memory is attention. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 229.)

রডিজার, রাস্টন, কেপাল্ট্রি ও প্যারিস বলেন, "মনোযোগকে প্রত্যক্ষণের কেন্দ্রিভূতকরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা একটি সীমিত সংখ্যক উদ্দীপককে ব্যাপকতর সচেতনতার দিকে পরিচালিত করে।"

(Attention may be defined as a focusing of perception that leads to a greater awareness of a limited number of stimuli. উৎস: Psychology; Little, Brown and Company; 1984; P. 158.)

মনোযোগের সংজ্ঞা

ফ্রাঙ্ক বি. ম্যাকমোহন এবং জুডি ডব্লিউ, ম্যাকমোহন বলেন, "মনোযোগ বলতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত করাকে বোঝায়।"

(Attention means focusing on the material presented. উৎস: Psychology: The Hybrid Science; The Dorsey Press; 1986; P. 241.)

মর্গান, কিং, ওয়াইজ এবং স্কোপলার বলেন, "মনোযোগ হল প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি ঘটনা, যা কোন নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতা বা সতর্কতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন তথ্যকে নির্বাচন করে।"

(Attention is the term given to the perceptual processes that select certain inputs for inclusion in our conscious experience, or awareness. at any given time. উৎস: Introduction to Psychology; Tata McGraw-Hill Company; 1993; P. 109.)

সংক্ষেপে বলা যায়, যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চেতনাকে একাধিক বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয় তাকে মনোযোগ বলে। উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বলা যায় যে, অসংখ্য উদ্দীপক বা একই উদ্দীপকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন উদ্দীপক অথবা উদ্দীপকের নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার নির্দিষ্ট মানসিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় অবস্থাকে মনোযোগ বলা হয়।

মনোযোগের সংজ্ঞা

মনোযোগ প্রক্রিয়াকে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

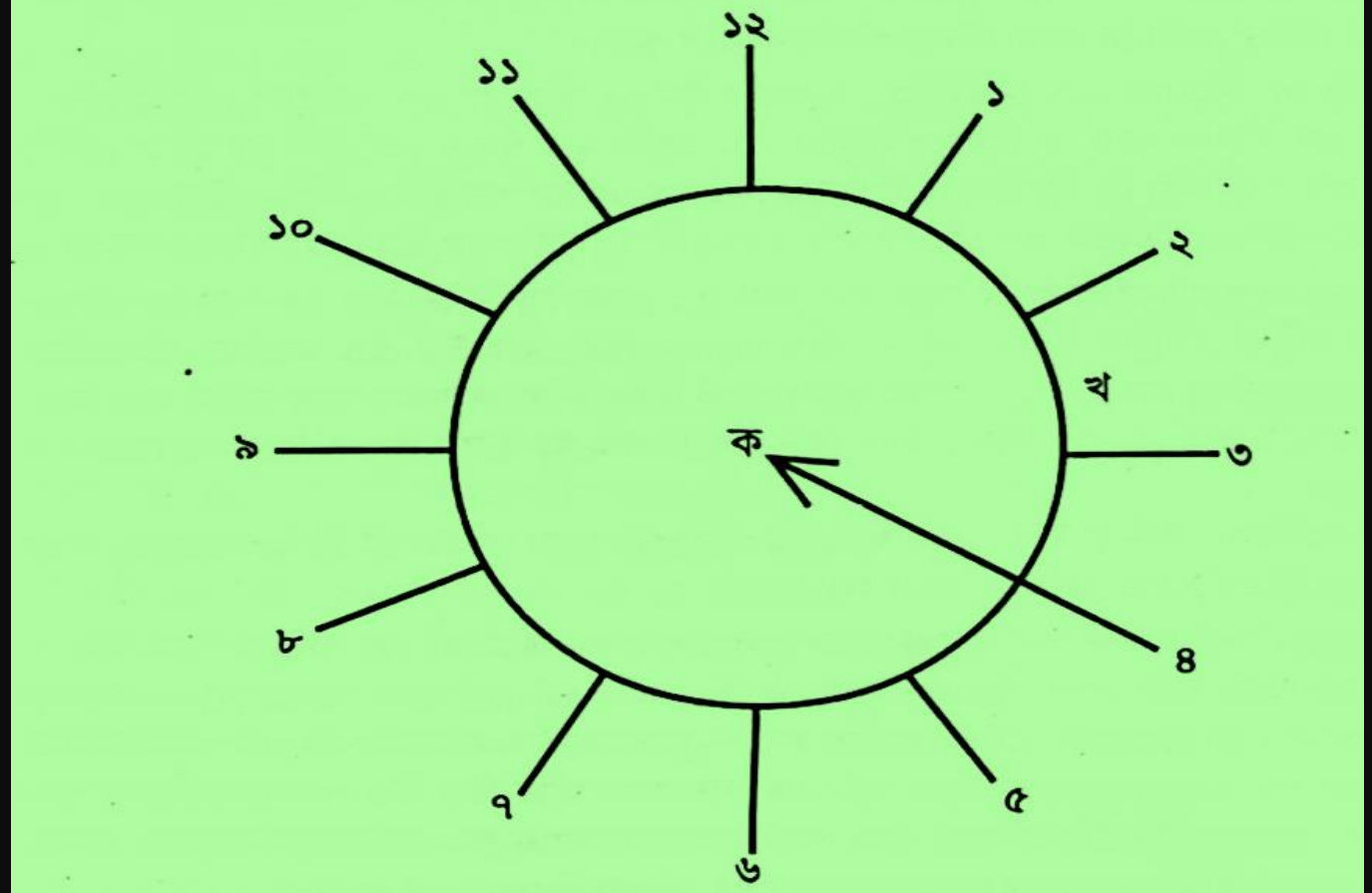

চিত্র ৬·১৫ : মনোযোগের প্রতীকী প্রকাশ। ক : চেতনার কেন্দ্র ; খ : চেতনার প্রান্ত।

মনোযোগের সংজ্ঞা

উপরের চিত্রে অনেকগুলো উদ্দীপক (১২টি) চেতনার প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি উদ্দীপকই প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে আসার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু সব উদ্দীপকই কেন্দ্রে আসতে পারবে না। কেবলমাত্র সেই উদ্দীপকটিই কেন্দ্রে আসতে সক্ষম হবে যেটি নিজ বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে বলীয়ান, অথবা যেটি ব্যক্তির নিকট অধিক আকর্ষণীয়। উপরের চিত্রে ৪নং উদ্দীপকটি চেতনার কেন্দ্রে আসতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ এতগুলো উদ্দীপকের মধ্য থেকে কেবল একটি (৪নং) উদ্দীপক চেতনার কেন্দ্রে আসতে পেরেছে। অসংখ্য উদ্দীপক আমাদের চেতনায় আঘাত করে। কিন্তু সবগুলোর প্রতি আমরা সমানভাবে প্রতিক্রিয়া করি না। আমরা দু'একটিকে বাছাই করে প্রত্যক্ষণ করি। প্রত্যক্ষণের এরূপ বাছাইকরণই হল মনোযোগ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ১২ মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

টপিক ১২: মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

মনোযোগের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল:

১. মনোযোগ নির্বাচনধর্মী: আমরা যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করি তা নির্বাচন করেই করা হয়। এক সঙ্গে বহু সংখ্যক উদ্দীপক আমাদের চেতনায় আঘাত করতে পারে। কিন্তু যে উদ্দীপকটি আমাদের প্রয়োজন সাধন করে অথবা যে উদ্দীপকটির আকর্ষণীয় ক্ষমতা বেশি সেটি নির্বাচন করে আমরা তার প্রতি মনোযোগী হই। তাই মনোযোগ খুবই নির্বাচনমূলক।

উদাহরণস্বরূপ, ফুটবল খেলার মাঠে ২২ জন খেলোয়াড় থাকে। বল বিভিন্ন খেলোয়াড়ের পায়ে পায়ে সারা মাঠ ছুটে চলে। কিন্তু বলটি যখন কোন বিশেষ পরিচিত খেলোয়াড়ের পায়ে যায় তখন তা বেশি করে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অথবা আলোক ঝলমলে সুসজ্জিত কোন মঞ্চে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপবিষ্ট আছেন। যখন কোন নেতা বক্তব্য রাখেন তখন সবকিছু বাদ দিয়ে আমরা নেতার প্রতি মনোনিবেশ করি।

২. মনোযোগ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক: কতগুলো উদ্দীপক আছে যেগুলো আমাদের প্রেষণাকে নিবৃত্ত করে; আবার কতগুলো উদ্দীপক আছে যা প্রেষণা পরিতৃপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যে বিষয় বা বস্তু প্রেষণার পরিতৃপ্তি ঘটায় তার প্রতি সাড়া দেয়া হল মনোযোগের ইতিবাচক দিক। যা প্রেষণার পরিতৃপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করে তা বর্জন করা হয়। এটি মনোযোগের নেতিবাচক দিক। মনোযোগের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

৩. মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা: কোন উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হলে সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয়। কোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলে স্নায়ুসমূহ সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তথ্যসমূহ মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহ সক্রিয় হয়ে উঠে এবং করণীয় কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিলে তা আবার প্রান্তে প্রেরিত হয়। তখন আমরা ঐ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে থাকি। অর্থাৎ কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হলে শরীরাভ্যন্তরে স্নায়বিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে।

আবার মনোযোগ প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সেকেন্ডের কম সময় থেকে ১৫/২০ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে মনোযোগ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত উদ্দীপকসমূহ অপরিবর্তিত রাখা হলেও তার প্রতিক্রিয়া এক উদ্দীপক থেকে অন্য উদ্দীপকে স্থানান্তরিত হয়। একে মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা (Shifting of attention) বলে। আমরা কোন একটি বস্তুর প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারি না। দোদুল্যমানতার কারণে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। একটি ঘড়িকে যদি কানের কাছ থেকে এমন দূরে রাখা যায় যাতে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ খুবই মৃদুভাবে শোনা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, টিক্ টিক্ শব্দ সব সময় সমানভাবে শোনা যাচ্ছে না- একবার শোনা যাচ্ছে, আবার শোনা যাচ্ছে না। সংবেদনের এই দোদুল্যমানতাই হল মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

মনোযোগ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ফুটবল খেলার মাঠের কথা ধরা যাক। খেলা চলাকালীন সময়ে ফুটবল পায়ে পায়ে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে যায়। আমাদের মনোযোগও মাঠের সাদা ফুটবলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়- একজনের পা থেকে অন্যজনের পায়ে, মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আবার গোল হয়ে গেলে করতালিতে মুখরিত জনতার দিকে মনোযোগ চলে যায়। এজন্যই বলা হয়, মনোযোগ সদা পরিবর্তনশীল।

উদাহরণস্বরূপ ফুটবল খেলার কথাই ধরা যাক। খেলা চলাকালে বল খুব দ্রুত এক জনের পা থেকে অন্যজনের পায়ে চলে যায়। বল যখন যার পায়ে থাকে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দিই। বলের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

৬. উপযোজনমূলক প্রক্রিয়া: মনোযোগ সবসময় শুধুমাত্র একটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না। মনোযোগ দ্রুত এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়। তার অর্থ এই যে বিষয় বা পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন বিষয় বা পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান করা হয়। মনোযোগ পরিবর্তনের মাধ্যমে এমনিভাবে নতুন বিষয়ের সাথে উপযোজন ঘটছে। মনোযোগকে তাই উপযোজন প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৭. দোদুল্যমানতা: মনোযোগের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মনোযোগের দোদুল্যমানতা বা অস্থিরতা (oscillation)। আমরা কোন একটি বস্তুর প্রতি বেশিক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারি না। এই দোদুল্যমানতার কারণে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট চিত্র ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকলে এর আকার বা অবস্থান বার বার পরিবর্তিত হতে থাকে। দোদুল্যমানতার হার পরিবর্তনশীল। সাধারণত প্রথম দিকে এই হার ধীরে এবং পর্যবেক্ষণ চলতে থাকলে এই হার আরও দ্রুতগতির হয়। দেখা গেছে পরিণত যুবকদের ক্ষেত্রে গড় হার হল প্রতি মিনিটে ১৫ থেকে ২০ (Holling worth, ১৯৩৯; Tussing, ১৯৪১)।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

৮. সংবেদীয় হ্রাস-বৃদ্ধি: সংবেদনের মাত্রা যখন খুব ক্ষীণ হয় তখন তা একবার সংবেদনে ধরা পড়ে আবার পড়ে না। সংবেদীয় হ্রাস-বৃদ্ধি (Sensory fluctuation) মনোযোগের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দেয়াল ঘড়ি কান থেকে এমন দূরত্বে রাখা হল যেন ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ খুব ক্ষীণভাবে কানে এসে পৌছে। টিকটিক শব্দ এতো ক্ষীণ যেন একবার মনে হবে শব্দ হচ্ছে, আবার মনে হবে হচ্ছে না। এ ঘটনাটি মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি (fluctuation of attention) নামে পরিচিত।

৯. সুস্পষ্ট চেতনার কেন্দ্র: বিশেষ বন্ধু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মনোযোগ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। মনোযোগের কল্যাণে বাছাইকৃত বন্ধু বা ঘটনা সুস্পষ্ট চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে বলে আমরা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। তাই মনোযোগকে সুস্পষ্ট চেতনার কেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

১০. মনোযোগের ব্যাহতি মনোযোগ সহকারে কোন কাজ করার সময় মনোযোগের ব্যাহতি (Distraction of attention) ঘটতে পারে। কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কাজ মনোযোগ সহকারে করছিল। এমন সময় কিছু বাহ্যিক উদ্দীপক তার উক্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করল। অর্থাৎ বাহ্যিক উদ্দীপকসমূহ তার মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি (distraction) করেছে। বাহ্যিক উদ্দীপক যদি বেশি তীব্র হয় তাহলে কাজটি কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১. মনোযোগের প্রান্ত ও কেন্দ্র: মনোযোগের প্রান্ত ও কেন্দ্র রয়েছে। বহুসংখ্যক উদ্দীপক এক সঙ্গে আমাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে। আমরা দু'একটি উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করি। যে বস্তুটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটির অবস্থান মনোযোগের কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট সকল উদ্দীপকের অবস্থান মনোযোগের প্রান্তে। মনোযোগের প্রান্তের উদ্দীপকগুলোর প্রতি আমরা মনোযোগ দেই না এবং দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত উদ্দীপক সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ১৩ মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

টপিক ১৩: মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

This Topic is important for

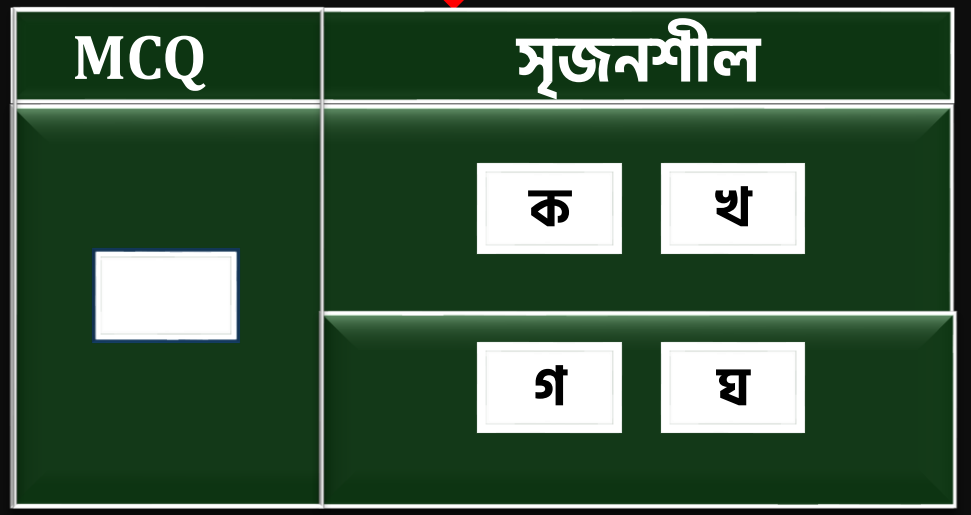

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগ নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নির্ধারক বা শর্ত বা কারণ রয়েছে। এই শর্ত বা কারণসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) বস্তুনিষ্ঠ বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা বাহ্যিক শর্তাবলি ও

(২) ব্যক্তিনিষ্ঠ বা অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি।

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগের বস্তুনিষ্ঠ বা বাহ্যিক শর্তাবলি

বাইরের জগতের বস্তু বা উদ্দীপক নির্ভর শর্তসমূহ, যা মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেগুলোই হল মনোযোগের বস্তুনিষ্ঠ শর্ত। নিম্নে সংক্ষেপে মনোযোগের বস্তুনিষ্ঠ শর্তসমূহ আলোচনা করা হল:

১. আকার (Size): মনোযোগ আকর্ষণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল উদ্দীপকের আকার। সাধারণত ক্ষুদ্রাকার বস্তুর তুলনায় বিরাট বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদল বানরের মাঝে একটি গরিলা থাকলে তা সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে।

২. তীব্রতা (Intensity): একই ধরনের উদ্দীপকের মধ্যে যেটি বেশি তীব্র, সেটি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন-উজ্জ্বল আলো, উচ্চ স্বর, তীব্র গন্ধ প্রভৃতির দিকে সহজেই আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়।

৩. গতিশীলতা (Mobility): দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষ চলমান বা গতিশীল বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল। তাই স্থির বস্তুর তুলনায় গতিশীল বস্তু সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের চলমান বা গতিশীল বিজ্ঞাপনগুলোর মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা খুবই বেশি।

৪. পুনরাবৃত্তি (Repetition): কোন উদ্দীপককে যদি বার বার উপস্থাপন করা যায় তাহলে তা মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। যেমন-ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপনদাতা একই পণ্যের প্রচার বার বার চালিয়ে থাকেন।

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগের বস্তুনিষ্ঠ বা বাহ্যিক শর্তাবলি

৫. নতুনত্ব (Novelty) বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Peculiarity): উদ্দীপকের নতুনত্ব বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনোযোগ আকর্ষণের এক উল্লেখযোগ্য শর্ত। শ্রেণীকক্ষে কোন নতুন ছাত্রের আগমন বা কোন অনুষ্ঠানে রসিক লোকের বক্তব্য সহজেই সকলের মনোযোগ কেড়ে নেয়।

৬. দীর্ঘস্থায়িত্ব (Long duration): উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোন শিশু কেঁদে উঠে থেমে গেলে সে দিকে মন নাও যেতে পারে। কিন্তু যদি শিশুটি অনবরত কেঁদেই চলে তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ হবেই।

৭. বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য (Contrast): বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য মনোযোগের অন্যতম শর্ত। পড়ার সময় হঠাৎ গানের আওয়াজ অথবা ফর্সা লোকের পাশে একজন মিশমিশে কালো লোকের অবস্থান সহজেই আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়।

৮. রঙিন বন্ধু (Colour): রঙিন বস্তুর মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা সাদামাটা বস্তুর তুলনায় অনেক বেশি। সাদা আলোয় আলোকিত বাড়ির তুলনায় রঙিন আলোয় সাজানো বাড়ি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগের বস্তুনিষ্ঠ বা বাহ্যিক শর্তাবলি

৯. সামঞ্জস্যহীনতা (Incongruity): সামঞ্জস্যহীনতা মনোযোগের অন্যতম শর্ত। ফেরিওয়ালার খাপছাড়া পোশাক সহজেই জনসাধারণের মনোযোগ কেড়ে নেয়।

১০. উদ্দীপকের অবস্থান (Position): উদ্দীপকের বিশেষ অবস্থান আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। ম্যাগাজিনের ভিতরের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের চেয়ে কভার পৃষ্ঠা বা বাইরের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন বেশি আকর্ষণীয়।

১১. বিচ্ছিন্নতা (Separation): একাধিক উদ্দীপকের মধ্য থেকে কোন একটি উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন করলে তা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন-কোন সংগীতানুষ্ঠানে হঠাৎ করে একটি বাদ্যযন্ত্র (যেমন-তবলা) বাজানো বন্ধ করলে তা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১২. গোপনীয়তা (Secrecy): গোপন বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। তাই কেউ কোন কিছু গোপন করতে চাইলে সে বিষয়ের প্রতি আমরা খুবই মনোযোগী হয়ে পড়ি।

১৩. অব-প্রত্যক্ষণ পর্যায়ে দর্শন (Subliminal presentation): পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে, কোন উদ্দীপককে যদি খুব দ্রুতগতিতে এবং অল্পক্ষণের জন্য দেখান যায়, তাহলে তা বেশি ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে এবং সে দিকে মনোযোগ ধাবিত হয়।

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগের ব্যক্তিনিষ্ঠ বা অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি

মনোযোগ কতগুলো অভ্যন্তরীণ বা ব্যক্তিগত শর্তের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে মনোযোগের ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্তসমূহ আলোচনা করা হল:

১. আবেগ: মনোযোগ নির্ধারণ করার ব্যাপারে আবেগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, যাকে আমরা ভালবাসি তার সদগুণের প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয় (নাইট এবং নাইট), আর যাকে আমরা অপছন্দ করি তার দোষ-ত্রুটিগুলোই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

২. অভিজ্ঞতা: পূর্ব-অভিজ্ঞতাও মনোযোগ আকর্ষণ করার এক অন্যতম শর্ত। যেমন, পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে শিকারী জানে বনে কোথায় শিকারের দেখা পাবে এবং সেখানে পৌছে তার মনোযোগ প্রত্যাশিত শিকারের দিকে ধাবিত হয়।

৩. আগ্রহ: যার যে বিষয়ে আগ্রহ তার মনোযোগ সেই বিষয়েই বেশি। এজন্য দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রীড়ামোদি ব্যক্তি খেলার খবর দেখেন, ব্যবসায়ী দেখেন বাজার দর।

৪. কামনা : মনোযোগ কামনা, বাসনা প্রভৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি অর্থের কামনায় উন্মত্ত, সে সবসময়ই অধিক অর্থ উপার্জনে মনোযোগী থাকে।

৫. অভ্যাস ও শিক্ষা: মনোযোগের অন্যতম নির্ধারক হচ্ছে অভ্যাস ও শিক্ষা। ঘুম থেকে উঠেই যার খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস, সকালে তার মনোযোগ খবরের কাগজের দিকেই ধাবিত হয়।

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগের ব্যক্তিনিষ্ঠ বা অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি

৬. মেজাজ ও মনোভাব মনোযোগ আকর্ষণের অন্যতম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তির মেজাজ ও মনোভাব। মেজাজ বিগড়ে গেলে অতি সাধারণ বস্তুও মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আবার যে জিনিসের প্রতি আমাদের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে তার প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজেই ধাবিত হয়।

৭. স্বাস্থ্য: মানুষের স্বাস্থ্যগত অবস্থা তার মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তি খুব স্বাভাবিক কারণেই ওষুধ বা ওষুধের বিজ্ঞাপনের প্রতি সহজেই মনোযোগী হয়ে পড়ে। তাছাড়া রোগ-শোকের কারণে মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ব্যাহত হলে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না।

৮. প্রেষণা: কোন্ বিষয় বা বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগী হব তা নির্ভর করে প্রেষণার উপর। ক্ষুর্ধাত খাদ্যের প্রতি, তৃষ্ণার্ত পানির প্রতি, ক্রীড়ামোদি খেলার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে।

৯. প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা: প্রস্তুতি ও প্রত্যাশার দ্বারা মনোযোগ নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমরা যা কিছু দেখতে বা শুনতে প্রস্তুত বা আমরা যা প্রত্যাশা করি সে বিষয়ে আমরা বেশি মনোযোগী হই। উদাহরণস্বরূপ, নিদ্রিত অবস্থায় রোগীর টেলিফোন এলে ডাক্তার সহজেই জেগে উঠেন; কিন্তু অনেক সময় ডাক্তার পত্নীর তাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। আবার ছোট্ট শিশু কেঁদে উঠলে ডাক্তার পত্নী সহজেই জেগে উঠেন, কিন্তু অনেক সময় তাতে ডাক্তারের ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

মনোযোগের শর্ত বা নির্ধারকসমূহ

মনোযোগের ব্যক্তিনিষ্ঠ বা অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি

১০. ক্লান্তি ও অবসাদ: ক্লান্তি ও অবসাদ মনোযোগকে প্রভাবিত করে থাকে। ক্লান্তি এবং অবসাদ যখন আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন কোন কিছুতে মনোনিবেশ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

১১. মূল্যবোধ: সমাজকর্মী সামাজিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত, ধর্মবেত্তাগণ ধর্ম সংক্রান্ত কথা শুনলে সে দিকে মনোযোগ দেন। অর্থাৎ যার যে রকম মূল্যবোধ সে তৎসংক্রান্ত বস্তু বা ঘটনার প্রতি অতি সহজেই মনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই মূল্যবোধও মনোযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ১৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে কী বলে?

ক. বুদ্ধি খ. ব্যক্তিত্ব গ. সংবেদন ঘ. প্রত্যক্ষণ

২।উত্তেজনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে কোথায় চলে যায়?

ক. হাতে খ. পায়ে গ. নাকে ঘ. মস্তিষ্কে

৩।রাত্রিবেলা হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না, পরে ধীরে ধীরে দেখা যায়-এই ঘটনার নাম কী?

ক. আলো অভিযোজন খ. অন্ধকার অভিযোজন

গ. গন্ধ অভিযোজন ঘ. শব্দ অভিযোজন

৪।প্রচণ্ড হট্টগোলপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করলে প্রথমে কানে তালা লেগে যায়, অল্প কিছুক্ষণ পরে শব্দে তীব্রতা আর তত বেশি বলে মনে হয় না-এ ঘটনার নাম কী?

ক. আলো অভিযোজন খ. অন্ধকার অভিযোজন

গ. শব্দ অভিযোজন ঘ. গন্ধ অভিযোজন

৫।উদ্দীপনার ব্যাখ্যা বা অর্থবোধের নাম কী?

ক. বুদ্ধি খ. ব্যক্তিত্ব গ. সংবেদন ঘ. প্রত্যক্ষণ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা থেকে এলোমেলো বা বিশৃংখল উদ্দীপনাকে গুছিয়ে সংঘবদ্ধরূপে প্রত্যক্ষণ করাকে কী বলে?

ক. নির্বাচনমুখিতা খ. সুবিন্যস্তকরণ গ. নমনীয়তা ঘ. সামগ্রিতা

৭। আবেগের দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয়, আবেগ প্রত্যক্ষণের কোন উপাদান?

ক. উদ্দীপক উপাদান খ. জৈবিক উপাদান

গ. নিরপেক্ষ উপাদান ঘ. দ্ব্যর্থবোধক উপাদান

৮। মূলার-লায়ার অধ্যাস কোন ধরনের অধ্যাস?

ক. জ্যামিতিক অধ্যাস খ. গতি অধ্যাস গ. প্রাকৃতিক অধ্যাস ঘ. শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস

৯। ফাই-ঘটনা (Phi-phenomenon) কোন ধরনের অধ্যাস?

ক. জ্যামিতিক অধ্যাস খ. গতি অধ্যাস গ. প্রকৃতিক অধ্যাস ঘ. চান্দ্র অধ্যাস

১০। অর্ধবালতি পরিষ্কার পানিতে একটি লাঠি স্থাপন করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এটি কোন অধ্যাস?

ক. জ্যামিতিক অধ্যাস খ. গতি অধ্যাস

গ. প্রাকৃতিক অধ্যাস ঘ. চান্দ্র অধ্যাস

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১। বাস্তবে কোনো উদ্দীপক নেই অথচ তাকে প্রত্যক্ষণ করা হয়--এরূপ প্রত্যক্ষণের নাম কী?
ক. জ্যামিতিক অধ্যাস খ. গতি অধ্যাস গ. চান্দ্র অধ্যাস ঘ. অলীক প্রত্যক্ষণ

১২। খণ্ড খণ্ড অংশকে গুছিয়ে সংঘবদ্ধভাবে প্রত্যক্ষণ করার নাম-
ক. সংগঠন খ. নির্বাচনমুখিতা গ. সামগ্রিকতা ঘ. নমনীয়তা

১৩। প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতাকে কি বলে?
ক. সংগঠন খ. প্রত্যক্ষণ গ. সংবেদন ক্ষমতা ঘ. মনোযোগ

১৪। মেজাজ ও মনোভাব মনোযোগের কেমন শর্ত?
ক. বস্তুনিষ্ঠ খ. বাহ্যিক গ. অভ্যন্তরীণ ঘ. নেতিবাচক

১৫। উদ্দীপকের প্রতি প্রাণির প্রাথমিক চেতনার নাম কি?
ক. নির্বাচনমুখিতা খ. নমনীয়তা গ. সংবেদন ঘ. প্রত্যক্ষণ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

টপিক – ১৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দৃশ্যকল্প-১: দীপু ও রনি দুই বন্ধু। তারা বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলছিল। হঠাৎ দীপু চিৎকার করে উঠল। সে পায়ে তীব্র ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু কিসে ব্যথা পেয়েছে তা বুঝতে পারল না। পরে দেখল একটা ভাঙা কাচ তার পায়ে আটকে আছে এবং পা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

দৃশ্যকল্প-২: করিম মামার সাথে কুয়াকাটায় বেড়াতে গেল। সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণের সময় হঠাৎ একটা দড়ি রেখে সে ভয়ে সাপ বলে চিৎকার করল।

(ক) মনোযোগ কী?

(খ) অলীক বীক্ষণ কাদের ক্ষেত্রে ঘটে? ব্যাখ্যা কর।

(গ) দৃশ্যকল্প-২-এ করিমের প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি এবং এর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-১-এ দীপুর হঠাৎ চিৎকার করা এবং পরবর্তীতে ভাঙা কাচ শনাক্ত করার বিষয় দুটি ভিন্ন ঘটনা হলেও একসূত্রে গাঁথা-পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

[ঢাকা, যশোর, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নিজাম সাহেব মটরবাইকে চড়ে অফিসে যান। একদিন তার ছেলে শিপন দোতলার বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে কখন বাবা বাড়ি ফিরবে। রাস্তায় যে কোনো গাড়ির শব্দ হলেই সে ভাবে বাবা আসছে। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর হঠাৎ শিপন দেখলো পশ্চিম আকাশে বড় লাল সূর্য মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর ক্লান্তি আসলে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বাবার ডাক শুনে জেগে উঠে। দেখলো বাবা এখনও বাসায় ফেরে নাই।

(ক) প্রত্যক্ষণ কী?

(খ) মনোযোগ নির্বাচনধর্মী কেন?

(গ) "শিপন দাঁড়িয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে"-প্রত্যক্ষণ সংগঠনের কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শিপনের সূর্য প্রত্যক্ষণ ও বাবার ডাক শোনাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? যুক্তি দেখাও।[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রাহা, রুমা ও বেলী সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছে। সৈকতে কিছু ছেলে বল খেলছে। রাহার দৃষ্টি বলের দিকে। কিন্তু সাইরেনের শব্দে সে সমুদ্রে জাহাজের দিকে তাকালো। অন্যদিকে, রুমাকে সমুদ্র তীরের ঝাউগাছ, বিভিন্ন রংয়ের ফেস্টুন ও হাতী বিমোহিত করছে। কিন্তু বেলী সৈকতের দোকানগুলো দেখছে। কারণ তার জামা ও পুঁতির মালা কিনতে হবে।

(ক) সংবেদন কী?

(খ) প্রত্যক্ষণ কীভাবে সংঘটিত হয়?

(গ) রাহার মধ্যে মনোযোগের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।

(ঘ) রুমা ও বেলীর মনোযোগের শর্তের ভিন্নতার তুলনামূলক আলোচনা কর।

[রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বোর্ড-২০১৯]

THANK YOU